নজরুল সঙ্গীতে সুর বৈশিষ্ট্য

তত্ত্বাবধায়ক

রফিকুল ইসলাম

ড. রফিকুল ইসলাম

অধ্যাপক

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

উপস্থাপন

মহসিনা আক্তার খানম

এম.ফিল (গবেষক)

রেজিস্ট্রেশন নং ও সেশন- ৯/ ১৯৯৯- ২০০০

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Library

401794

Dhaka University Institutional Repository

M.

401794

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকার নামা

আমি অঙ্গীকার করছি যে, **"নজরুল সঙ্গীতে সুর বৈশিষ্ট্য"** এ অভিসন্দর্ভ পত্রের কিয়দাংশও আমি কখনো কোন পত্র পত্রিকাতে প্রকাশ করবো না।

জুলাই, ২০০৪
ঢাকা

মহসিনা আক্তার খানম
এম.ফিল (গবেষক)
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার গবেষণা পত্রটি উপস্থাপনার কাজে বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করেছেন আমার গবেষণা কার্যের তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। তাঁর অশেষ সাহায্য ও সহযোগিতায় আমি এ গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছি। এজন্য আমি তাঁর কাছে চিরঋণী।

আমার স্বামী জনাব আহ্সান খান আমাকে একাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, আমি তাঁর কাছেও কৃতজ্ঞ।

যে সব প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগার বিশেষ করে নজরুল ইনষ্টিটিউট গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা তামান্না আনোয়ার এবং অন্যান্য কর্মকর্তা যারা আমাকে একাজে উৎসাহিত করেছেন তাঁদেরকেও আমি চিরকাল কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবো।

ABC Computer Zone এর কর্তৃপক্ষ আমার গবেষণা পত্রটি কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণ সহায়তা করেছে, তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

জুলাই, ২০০৪
ঢাকা

মহসিনা আক্তার খানম

Dhaka University Institutional Repository

সুচীপত্র

০১।	**প্রথম অধ্যায়** স্বদেশী গান ও গণসঙ্গীত	পৃষ্ঠা- ১
০২।	**দ্বিতীয় অধ্যায়** নজরুলের রাগাশ্রয়ী গান	৬
০৩।	**তৃতীয় অধ্যায়** নজরুলের আধুনিক গানের সুর	৩৬
০৪।	**চতুর্থ অধ্যায়** বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্যের গান	৪০
০৫।	**পঞ্চম অধ্যায়** নজরুলের পল্লীসুরে গান	৪৩
০৬।	**ষষ্ঠ অধ্যায়** মিশ্র সুরের ও বিচিত্র পর্যায়ের গান	৪৭
০৭।	**সপ্তম অধ্যায়** নজরুলের নিজস্ব সুর সংগ্রহ	৫১
০৮।	**অধ্যায় পর্যালোচনা**	৬৫
০৯।	**উপসংহার**	৬৭
১০।	**সহায়ক গ্রন্থ**	৬৯

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

বাংলার সঙ্গীত ভুবনের অন্যতম প্রধান সৃষ্টিশীল প্রতিভা কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি তিন সহস্রাধিক গানের রচয়িতা। তাঁর অধিকাংশ গানের বাণী উদ্ধার করা গেলেও অদ্যাবধি মাত্র পনের শত গানের সুর উদ্ধার করা সম্ভবপর হয়েছে। নজরুল রচিত সব গানের সুর তাঁর নিজের নয়, সমকালীন অনেক সুরকার নজরুল নির্দেশনায় এবং তাঁর প্রদত্তরূপ রেখায় তাঁর অনেক গানের সুর করেছেন, নজরুল অনুমোদিত এই সব গানের সুর নজরুল সঙ্গীতের অর্ন্তভুক্ত। নিজের লেখা কতো গানের সুর নিজে করেছেন অদ্যাবধি তার যথাযথ পরিসংখ্যান করা হয়নি অথচ নজরুল সঙ্গীতের সুর বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্রের আলোচনা তাঁর নিজস্ব সুরের ভিত্তিতেই বিশ্লেষিত হওয়া উচিত। নজরুল সঙ্গীতের সুর বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনায় এবং তাঁর সুরের মৌলিক বৈশিষ্ট্য সনাক্তকরনে আমি তাঁর নিজস্ব সুরের তিনশত গান বিবেচনায় রেখেছি, এবং নজরুলের বিভিন্ন আঙ্গিকের নির্বাচিত গানের ভিত্তিতে এই গবেষনা অভিসন্দর্ভ রচনা করেছি। আমি চেষ্টা করেছি তাঁর বিভিন্ন আঙ্গিকের প্রতিনিধিত্বশী গানের ওপর নির্ভর করতে।

নজরুলের স্বদেশী ও গণসঙ্গীত, রাগাশ্রয়ী ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, গজল, ধর্মীয় ঐতিহ্যের ইসলামী, শ্যামাসঙ্গীত, ভজন, কীর্তন, আধুনিক ও পল্লী এবং মিশ্র সুরের গান ছাড়াও নজরুল সৃষ্ট নবরাগ আর উদ্ধারকৃত অপ্রচলিত রাগ-রাগিনী ভিত্তিক গানের সুর আমার বিশ্লেষণের অর্ন্তভুক্ত। সুরের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনে আমাকে বিভিন্ন গানের সুরের স্বরলিপি আংশিক ভাবে উদ্ধৃত করতে হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমি মূলত নজরুল ইনস্টিটিউট এবং নজরুল একাডেমী প্রকাশিত নজরুল সঙ্গীতের স্বরলিপি অনুসরণ করেছি। নজরুলের নিজস্ব সুর নিয়ে ইতিপূর্বে সাধারনভাবে আলোচনা হয়েছে কিন্তু সঙ্গীতের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা বিশেষ হয়নি, সে জন্য পূর্বসূরীদের আলোচনা থেকে বিশেষ সহায়তা পাওয়া যায়নি, তাই নজরুল সঙ্গীতের সুরের বৈশিষ্ট্য আমার জীবনের ক্ষুদ্র জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই করতে হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

একটি এম. ফিল থিসিসে নজরুলের সুরের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্রের স্বরূপ সামগ্রিক ভাবে তুলে ধরা সম্ভবপর নয়, সে জন্যে আরো ব্যাপক পরিসরে গবেষণা ও পর্যালোচনা প্রয়োজন যা কেবল মাত্র পি.এইচ ডি পর্যায়ের গবেষণায় করা সম্ভবপর। এম ফিল পর্যায়ের আলোচ্য থিসিসে আমি কেবলমাত্র নজরুল সঙ্গীতের সুরের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্রের রূপরেখা তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। তাঁর সঙ্গীতের সুরের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য বৃহত্তর পরিসরে বাংলা গান ও উত্তর ভারতীয় রাগসঙ্গীতের প্রেক্ষাপটে করা হলে বিষয়টির ওপর সুবিচার করা সম্ভবপর হবে। আমার বর্তমান প্রয়াস তার সূচনা মাত্র।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

স্বদেশী গান ও গণসঙ্গীতে সুর বৈশিষ্ট্য

সমগ্র ভারতবর্ষে যখন অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনের উত্তেজনার তুমুল জোয়ার, নজরুলের বলিষ্ঠ কবিচেতনায় তখন স্বদেশপ্রেম মূর্ত হয়ে উঠল। ১৯২১ সাল থেকে ১৯২২ সালের মাঝামাঝি সময় তিনি দেশাত্মবোধক গান রচনা করেন। বক্তব্য প্রকাশের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর দেশাত্মবোধক গানগুলোকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। যেমন ঃ-

১। **দেশবন্দনামূলক গান**

২। **পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামী গান**

৩। **শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার গান**

৪। **নারী জাগরণমূলক গান**

৫। **মুসলিম জাগরণী উদ্দীপনামূলক গান**

৬। **দেশাত্মবোধক ব্যঙ্গগীতি**

৭। **সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার গান।**

অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে বাংলা কবিতা ও সঙ্গীতে এক বলিষ্ঠ ঝড়ের তান্ডব লীলা নিয়ে এসেছিলেন কবি নজরুল। অসহযোগ আন্দোলন, খেলাফত, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লব, ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের সময় প্রচুর গান রচনা করেছিলেন তিনি। এই উদ্দীপনামূলক গান দিয়েই তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। নজরুলের এসব স্বদেশী গানই পরবর্তী পর্যায়ে শ্রেণীসচেতনতামূলক গণসংগীতের রূপ নেয়, যেমন শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের গান, শ্রেনীসংগ্রামের গান, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে গান, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে গান, শ্রমিকের গান, কৃষকের গান, জেলেদের গান, ছাত্রদের গান, নারী জাগরনের গান, পরাধীনতার গান, প্রভৃতি। আব্দুল আজীজ আল আমানের 'নজরুল গীতি' অখন্ড ষষ্ঠ সংস্করণে নজরুলের মোট কয়েকটি বেশী ১১৫টিদেশাত্মবোধক গান পাওয়া যায়। ডঃ করুণাময় গোস্বামীর মতে "প্রকৃত সংখ্যা আরো হওয়াই সম্ভব।" (নজরুলগীতি প্রসঙ্গ করুনাময় গোস্বামী পৃঃ- ১২৫)।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসংগত নজরুলের নিজস্ব সুরের কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য দেশাত্মবোধক গান নিয়ে আলোচনা করা হলো। তাঁর নিজের সুরের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দেশাত্মবোধক গান :

"এই শিকল পরা ছল" (১৯২৩ সাল)

"দে দোল দে দোল" (১৯৩৪ সাল)

"হে পার্থ সারথী" (১৯৩৪ সাল)

"ভারত লক্ষ্মী মা আয় ফিরে এ ভারতে" (১৯৪০)

"ভারত শ্মশান হল মা" (১৯৪১ সাল)

"সঙ্ঘশরণ তীর্থ যাত্রা" (১৯৪২ সাল)

"ভারত আজিও ভোলেনি ভোলেনি " (১৯৪৯ সাল)

তাঁর বিখ্যাত গান

"এই শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল
এই শিকল পরে শিকল তোদের করবোরে বিকল"

এই গানটি কবি হুগলী জেলে বসে রচনা করেন ১৯২৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে।

"এই" কথাটি 'গান্ধার' স্বর থেকে শুরু।

'এই শিকল পরে শিকল তোদের' এই অংশে সুরের দাপট অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। পঞ্চম ও ষড়জের ওপরই এই অংশের পুরো লাইনটি সমাপ্তি ঘটে, আবার 'করবো রে বিকল' ধ া ধ প ম গ, গান্ধারে এসে থামে। এই গানে চারটি অন্তরা যাদের প্রত্যেকটির সুরই একই ধাচের। প্রত্যেকটি অন্তরাই 'পধ ম প নি' তে এসে থামে। এই অংশে রাগ বিলাবলের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। এ গানের শেষ অংশে কবি লিখেছেন "মুক্তি পথের অগ্রদূতের চরণ-বন্দনা" এই গানের সুরের মধ্যে রয়েছে সহজ সরলতা কিন্তু রয়েছে চরম উত্তেজনা ও মুক্তি পাবার চরম বন্দনা। গানটি দ্রুতদাদ্‌রা তালে গীত হয়ে থাকে।

"সঙ্ঘশরণ শরন তীর্থ যাত্রা পথে এসো মোরা যাই
সঙ্ঘ বাঁধিয়া চলিলে অভয় সে পথে মৃত্যু নাই"

Dhaka University Institutional Repository

কবি এই গানটি দ্রুতদাদ্‌রা তালে রচনা করেছেন। এই গানের সুরও সহজ সরল ধাঁচের। বাণীর সঙ্গে মিল রেখে তিনি গানের সুর নির্বাচন করেছেন
সংঘবদ্ধ হওয়ার এক অপূর্ব মিনতি প্রকাশ পেয়েছে তার এই গানের সুরে। এই গানের প্রথম চরণ গান্ধার থেকে শুরু।

গা া সা	গা গাঁ সা	গা া গা	ম মধ প
স ঙ ঘ	শ র ন	তী র্ থ	যা ০০ ত্রা

এতে সকল শুদ্ধ স্বরের ব্যবহার। এই পর্বের প্রথম অন্তরার স্বরলিপি নিম্নরূপ :

{প া গ	প -র্সা র্সা	র্সা র্সা র্সা	র্সা র্সা -নধ }
স ঙ ঘ	ব ০ দ্ধ	হ ই লে	তা দে ০র
ধনি না -সা	-া -া -া	র্স- র্গা র্গা	গা -র্মা র্রা
সা০ থে ০	০ ০ ০	ঐ ০ শী	শ ০ ক্তি
র্রা র্রা -র্সা	র্সা র্সা নধ	ধা না ধাঃ	র্সাঃ র্সা না
স হা য়া	হ ই য়া	চ লে হা	ত্ রে খে

ধপ প -া	-া -া -া }।
হা০ তে ০	০ ০ ০

এই গানে সঞ্চারী রয়েছে। সঞ্চারীর সুর সাধারনত মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকের মধ্যে হয়ে থাকে। লক্ষ্য করা যায় তাঁর সব গানেই সঞ্চারী নেই। যেমন "এই শিকল পরা ছল" গানে পরপর তিনটি অন্তরা। আবার " "সঙ্ঘ শরণ তীর্থ যাত্রা" গানে সঞ্চারী অংশ রয়েছে এবং তা মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকে। আবার আভোগাংশে তার সপ্তকের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তার রচিত

"হে পার্থ সারথী বাঁজাও বাজাও পাঞ্চজন্য শঙ্খ"

এই গানটি শিবরঞ্জনী রাগে কাহারবা তালে রচিত। শীবরঞ্জনী- কাফি ঠাটের রাগ। এই রাগে বাদী পঞ্চম ও সমবাদী ষড়জ। বর্জিত স্বর মধ্যম নিষাদ। উত্তরাংগ প্রধান। গান্ধার কোমল বাকী সব শুদ্ধ স্বর। আরোহন সা রা জ্ঞা পা ধা র্সা / র্সা ধা পা জ্ঞা রা সা/"হে পার্থ সারথী" নামটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় স্থায়ী অংশ অর্থাৎ

"হে পার্থ সারথী বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য শঙ্খ
চিত্তের অবসাদ দূর করো করো দূর
ভয় ভীত জনে কর হে নিঃশঙ্ক "

হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সংগীতে 'শীব রঞ্জনী' রাগ চ্যুত হয়নি যেমন ঃ

আলাপ ঃ সা -া -া -ধা -সা -রা -জ্ঞা -রা -জ্ঞা -পা -া
আ o o o o o o o o o o

-ধা -র্সা -ধা -পা -ধপা -া -জ্ঞা -া -পা -া -রা -া -সা -ধ্া -সা -া
o o o o oo o o o o o o o o o o o

\+ o + o
সা -ধ্া II {সা -রা জ্ঞা -সা | রা জ্ঞা পা -া I পধা -র্সা ধা -পা | পধা -র্সা ধা -পা I
হে o পা র্ থ o সা 'র থী o বাo o জা ও বাo o জা ও

[-সা -া]
o o
I ধা -পা জ্ঞা পা | -জ্ঞা রা সা -ধ্া I সা -া -া -া | -া -া সা -ধ্া} I
পান্ o চ জন্ o ন্য শং o খ o o o o o হে o

অন্তরার অংশে ঃ

II {পা ধা র্সা -া | পা -ধা র্সা -া I র্সর্রা -জ্ঞর্রা র্সা -া | র্সর্রা -জ্ঞর্রা র্সা -া I
ধ নু কে ০ টঙ্ কা র্ হা০ ০০ নো ০ হা০ ০০ নো ০

I র্সা -র্জ্ঞা র্জ্ঞা -র্জ্ঞা | র্জ্ঞা -া র্জ্ঞা -া I র্জ্ঞর্মা -র্জ্ঞা র্রা র্সা | র্রর্রা -ধা র্সা -া } I
গী ০ তা র মন্ ০ ত্রে ০ জী০ ০ ব ন দা০ ০ নো ০

[-া -া]
০ ০

I -া -া -া -া | -া -া -পা -া } I {র্সা -া র্সা -পা | ধা -া ধা -পা I
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ভো ০ লা ও ভো ০ লা ও

I পা -া জ্ঞা রা | সা -ধ্া সা -া} II
ম্ ০ তু্য আ তং ০ ক ০

" ধনুকে টংকার হানো হানো, গীতার মন্ত্রে জীবন দানো"

এই " জীবন" অংশে বর্জিত স্বর মধ্যমকে একবার স্পর্শ করে গেছে কিন্তু এতে রাগ ভ্রষ্ট হয়নি বিন্দু মাত্র। সঞ্চারী অংশে শীবরঞ্জনী রাগের বৈশিষ্ট্য পুরোপুরী পরিলক্ষিত হয়।

আবার আভোগ অংশে "দুর্মদ দুরন্ত যৌবন চঞ্চল, ছাড়িয়া আসুক মার স্নেহ অঞ্চল" এই "মার" কথাটিতে র্জ্ঞর্মার্রা মধ্যমের ছোয়া রয়েছে। ধ্রুপদাঙ্গের গানে পাখোয়াজের সংগতে গানটি পরিবেশন করলে এক অপূর্ব আবেশের সৃষ্টি হয় যা গানটিকে তাঁর অন্যান্য দেশাত্মবোধক গান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে তুলেছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

নজরুলের রাগাশ্রয়ী গান

ভারতীয় মার্গ সংগীতের রাগ-রাগিনীর সংখ্যা কয়েকশত। এই মার্গ সংগীত অর্থাৎ উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। এই আকর্ষণের জন্যেই নজরুল রাগরাগিনী সম্পর্কে একটি বিশেষ ধারনা ও জ্ঞান অর্জন করে নিয়েছিলেন অতি অল্প সময়ের মধ্যে। রাগ-রাগিনীর সংমিশ্রণে গড়ে তোলা যায় কয়েক হাজার রাগ-রাগিনী। অসাধারণ ক্ষমতা ও প্রতিভাবলে অতি অল্প সময়ে তালিম নিয়েই তিনি আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন হিন্দুস্থানী সংগীত। সাধারণের পক্ষে যা অত্যন্ত দীর্ঘ কালের প্রয়োজন, নজরুলের প্রতিভাবলে তা শ্রবণ ও উপলব্ধির ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। তাঁর প্রতিভা ছিল সর্বগ্রাসী, নিমিষেই তিনি আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন রাগ সংগীতের গতিপ্রকৃতি ও চরিত্রকে। এই প্রসংগে এটুকু বলা প্রয়োজন যে তিনি ওস্তাদ জমীর উদ্দীন খাঁ (ঠুমরী সম্রাট ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, গজলেও তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত) কাদের বক্স, মাস্তান গামা, মঞ্জু সাহেবের কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীতের তালিম নেন বা তাদের সঙ্গীত শুনে শুনে রাগ-রাগিনী আত্মস্থ করেন। নজরুলের রাগ ভিত্তিক সঙ্গীতকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় তিনি শুদ্ধ ও শালংক পর্যায়ের রাগ ব্যবহার করেছেন। কিছু কিছু গানে সংকীর্ন পর্যায়ের মিশ্র সুর ও পাওয়া যায়। শুদ্ধ রাগ অর্থাৎ একটি রাগের ব্যাবহারে একটি পরিপূর্ন গান রচনা, শালংকের অর্থ দাঁড়ায় দুটি রাগের মিশ্রন। এই প্রকৃতির রাগকে ছায়ালগও বলা হয়ে থাকে। সংকীর্ণ রাগের অর্থ দাঁড়ায় তিন বা ততোধিক রাগের মিশ্রণে সৃষ্ট রাগ।

তাঁর রচিত রাগাশ্রয়ী গানগুলির শাখা অঙ্গ গুলি যথাক্রমে ঃ

ক) ধ্রুপদাঙ্গের রাগ প্রধান।

খ) খেয়াল অঙ্গের রাগ প্রধান।

গ) টপ্পা অঙ্গের রাগ প্রধান।

ঘ) ঠুমরী অঙ্গের রাগ প্রধান।

ঙ) দাদ্‌রা ও সাদ্‌রা অঙ্গের রাগ প্রধান।

Dhaka University Institutional Repository

কাজী নজরুলের রাগ প্রধান গানের গায়কী স্বাতন্ত্র্য, যা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যেমন ঃ

১। রাগপ্রধান গান রাগের সরল রূপায়নকে সমর্থন করে। সেখানে বাণীর বাংলাত্ব বজায় রেখে সুরব্যঞ্জনা খেয়াল রীতি থেকে সরল গতি সম্পন্ন হবে। যা আধুনিক পদ্বতির অনুসারী মাত্র।

২। আদি ও প্রবীণ ধারাকে বাদ দিয়ে আধুনিক গায়কী পদ্ধতিকে অবলম্বন করে রাগ প্রকাশে সুর বিস্তার সংঘটিত হয়।

৩। বিলম্বিত লয় অর্থাৎ ছন্দহীন অতিদীর্ঘ বিলম্বিত লয়ে গাওয়ার গান রাগপ্রধান নয়। মধ্য লয়ে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দ্রুত লয়ে বিরামহীন পরিবেশনা রাগপ্রধানের লক্ষ্য।

৪। গায়কীতে গানের কিছু কিছু কথা নিয়ে বাণী বিস্তার বা বোলালাপ ক্রিয়াসমূহ সুরের রসে রসিয়ে তোলা রাগ প্রধানের বৈশিষ্ট্য, কিন্তু পরিবেশন কালে গানের কাব্য মূল্য যেন ক্ষুন্ন না হয় অর্থাৎ বাণী নিয়ে বিন্যাস করতে গিয়ে কথাকে যেন এমন ভাবে ভাঙ্গা না হয় যাতে কথার অর্থই পরিবর্তিত হয়ে যায়।

৫। রাগের সম্পূর্ণ রূপ প্রকাশ রাগপ্রধান গানের গায়কীতে দাবী করে না। রাগের ভাব প্রকাশই রাগপ্রধানের উদ্দেশ্য।

৬। রাগপ্রধান গান রচনার দিক দিয়ে কাব্য বা গীতিকাব্য এবং সুর বা রাগ ভাবের দিক দিয়ে রাগ,সঙ্গীত এ দু'য়ের পারস্পরিক সম্বন্ধযুক্ত রূপ পরিগ্রহপূর্বক গায়কীতে কাব্যের কথা ভাগ ছন্দের সুতোয় গেঁথে সুরের মালা রচনা করতে হবে।

৭। পরিবেশনায় আধুনিকের ছোঁয়া থাকবে তবে ভঙ্গিতে থাকবে রাগসঙ্গীত সদৃশ ক্রিয়াকলাপ।

৮। তান ক্রিয়া রাগপ্রধান গানের আবশ্যিক শর্ত নয়। তবে পরিবেশন কালে শিল্পী আবেগের বশে এর ব্যবহার করতে পারেন।

৯। যে কোন কাব্যিক বিষয় নিয়ে রাগপ্রধান গান রচিত হতে পারে, রাগপ্রধান গান রাগ প্রকাশের ভঙ্গি ও গায়কী সতন্ত্রমূলেই সতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্বলিত হয়ে থাকে।

১০। রাগপ্রধান গানের শুরুতে রাগ প্রকাশক স্বর সঙ্গতি পূর্ণ আলাপকার্য আবশ্যিক শর্ত।

Dhaka University Institutional Repository

ক) ধ্রুপদাঙ্গের গান ঃ ধ্রুপদাঙ্গের গানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

১। **বিষয় গত ঃ** ধ্রুপদের আদি রূপ প্রবন্ধগীতি। হিন্দু ধর্মীয় ভক্তি ভাব তথা দেব দেবীদের স্তুতি এবং প্রকৃতির বর্ণনাকেই বিষয়বস্তু হিসেবে ধরা হতো; নজরুলের ধ্রুপদাঙ্গ রাগপ্রধান গানেও তা স্থান পেয়েছে।

২। **সুরগত ঃ** এতে সাধারনত একক রাগের প্রয়োগ থাকে তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মিশ্র ভাবও লক্ষ্য করা যায়।

৩। **গায়কী গত ঃ** প্রাচীন বা হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ধ্রুপদ গায়ন পদ্ধতি নজরুলের গানে কিছু কিছু বর্জন করা হয়েছে যেমনঃ আলাপ পর্ব, তালের বিভিন্ন লয়কারী, দ্বিগুন, চৌগুন লয় সহ তেহাই ইত্যাদি। তবে মূলবিষয় অর্থাৎ গাম্ভীর্যপূর্ণ স্বর প্রক্ষেপন, বিভিন্ন অলংকারিক ক্রিয়ার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

৪। **বাদ্যগত ঃ** নজরুলের ধ্রুপদাঙ্গের গানে অনবদ্ধ বাদ্য মৃদঙ্গ ও পাখোয়াজের ব্যবহারসহ তত বিতত ও সুষির বাদ্য ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

৫। **তালগত ঃ** নজরুলের ধ্রুপদাঙ্গের গানেও ঝাপতাল, সুরফাঁক, তেওড়া, ত্রিতাল প্রয়োগ করা হয়েছে, যা হিন্দুস্থানী ধ্রুপদেও ব্যবহার করা হয়েছে।

৬। **রসগত ঃ** নজরুলের ধ্রুপদাঙ্গের গানে বীর ও ভক্তি রসের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় যা হিন্দুস্থানী ধ্রুপদেও পরিলক্ষিত হয়।

তাঁর রচিত এবং নিজে সুর করা ধ্রুপদাঙ্গের গান-

"এসো শঙ্কর ক্রোধাগ্নি হে প্রলয়ঙ্কর রুদ্র ভৈরব সৃষ্টি সংহর সংহর"

নজরুল ভৈরব ঠাঁটের উপর ভিত্তি করে বহু রাগ সৃষ্টি করেছেন তন্মধ্যে "রুদ্র ভৈরব" একটি উল্লেখ যোগ্য রাগ। তিনি এই রাগে ধ্রুপদাঙ্গের গান রচনা করেছেন। এই রাগের আরোহী সা ঋ ম দ, ণ র্সা, অবরোহী র্সা ণ দ ম ঋ সা, জাতি ঔড়ব / ঔড়ব, বাদী ধৈবত, সমবাদী ঋষভ, রে ধা নি স্বর কোমল বাকী সব শুদ্ধ সুর। উত্তরাঙ্গ প্রধান এই রাগটি। গানটি সুরফাঁক তালে রচিত। গানটি স্থায়ী ও দুই অন্তরা রয়েছে। ভৈরব ঠাটের রাগ বলে এতে ভাবগাম্ভীর্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। সুরফাঁক তালটি ধ্রুপদাঙ্গের গানের জন্য যথাযথ।

Dhaka University Institutional Repository

গান ও তার স্বরলিপি নিম্নে বর্ননা করা হলোঃ

রুদ্র ভৈরব

সুরফাঁক্‌তাল

এস শঙ্কর ক্রোধাগ্নি,
হে প্রলয়ঙ্কর।
রুদ্র ভৈরব সৃষ্টি-
সংহর সংহর।
জ্ঞান-হীন তমসায় মগ্ন
পাপ-পঙ্কিলা,
বিশ্ব জুড়ি' চলে শিবহীন
যজ্ঞের লীলা,
শক্তি যথায় করে আত্ম-বিসর্জন
ঘৃনায়-

ধ্বংস কর সেই অশিব-যজ্ঞ-
অসুন্দর।
যথা দেবীশক্তি-নারী
অপমান সহে,
গ্লানিকর হানাহানি চলে-
ধরমের মোহে।
হানো সংঘাত, অভিশম্পাৎ
সেথা নিরন্তর।

আরোহী ঃ- স ঋ ম দ ণ র্স

অবরোহী ঃ- র্স ণ দ ম ঋ স।

বাদী-ধৈবদ ; সমবাদী-ঋষভ।

	+		০		২		৩		০		
II	সা	-া	সর্সা	-া	র্সা	-া	ণা	ণা	ণা	ণা	I
	এ	০	স০	০	শ	ঙ	ক	র	ক্রো	ধ	
I	-া	ণা	ণা	দমা	মা	মা	মা	-া	মা	মা	I
	০	গ্নি	হে	০০	প্র	ল	য়	ঙ্	ক	র	

I মা -া | ঋা -া | ঋ -া | সা সা | সা -ঋা I
রু ০ দ্র ০ ভৈ ০ র ব সৃ ষ্
\+ ০ ২ ৩ ০
I মা -া | দা -া | মা মা | দা -া | মা মা II
টি ০ সং ০ হ র সং ০ হ র

II মা দা | ণা র্সা | ণা ণা | প্ণা -া | দা -মা I
জ্ঞা ০ ন হী ন ত ম সা য় ম গ্

I মা -া | মা দা | ণা র্সা | র্সা -া | র্সা -া I
ন ০ পা প প ঙ্ কি ০ লা ০

I র্ঋা -া | র্ঋা র্ঋা | র্সা -া | র্সা র্সা | র্সা র্ঋা I
বি ০ শ্ব জু ড়ি ০ চ লে শি ব

I র্মা র্ঋা | র্ঋা র্সা | র্সা র্সা | ণা -দ দা | দা মা I
হী ন্ য ০ জ্ঞে র লী ০০ লা ০

I মা দা | ণা র্সা | ণা -া | দা দা | দা -মা I
শ ক্ তি য থা য় ক রে আ ০

I মা মা | মঋা -া | ঋা -া | ঋা -া | সা -া I
অ বি স০ র্ জ ন ঘৃ ০ ণা য়্

I মা -া | ঋা ঋা | র্সা -া | ণা -া | মা দা I
ধ্বং ০ স ক র ০ সে ই অ শি
\+ ০ ২ ৩ ০

I ণা র্সা | ণ্ঋা -া | ণা দা | দা -মা | মা মা II
০ ব য ০ জ্ঞ অ সু ন্ দ র

II দা ণা | সা মা | মা -া | মা -া | দা -মা I
য থা দে বী শ ক্ তি ০ না ০

I মা -া | ঋা ঋা | ঋা ঋা | ঋ -া | সা া I
নী ০ অ প মা ন স ০ হে ০

I দা মা | ঋা -া | ঋা মা | মা দা | দা -া I
গ্লা নি ক র হা না হা নি চ ০

I দা -া | মা দা | ণা র্সা | ণা -া | দা -মা I
লে ০ ধ র মে র মো ০ হে ০

I র্সা র্ঋা | র্মা -া | র্মা -া | দা ণা | র্সা -া I
হা নো সং ০ ঘা ত্ অ ভি স ম্

I ণ্ঋা -া | দা দমা | -া সা | ঋা -মা | মা -া II
পা ৎ সে থা০ ০ নি র ন্ ত র্

Dhaka University Institutional Repository

সুরারোপে গানটিকে একটি উল্লেখযোগ্য সার্থক ধ্রুপদাঙ্গের গান বলে পরিগনিত হয়। এই রাগে তাল নির্বাচনও বিশেষভাবে গানটিকে ফুটিয়ে তুলেছে।

(খ) **খেয়াল** ঃ কবি নজরুল ধ্রুপদাঙ্গের গানের তুলনায় খেয়াল ও রাগপ্রধান গানের সংখ্যা অধিক, কিছু কিছু গান খেয়ালকে ভেঙ্গে রচনা করেছেন, গানের বাণী বাংলায় হলেও সুরের ঢং হুবহু হিন্দী গানের সুরে। যেমন - "না মানুঙ্গী না মানুঙ্গী না মানুঙ্গী" এই গানটির অনুকরনে রচনা করেছেন "কুহু কুহু কুহু কুহু কোয়েলিয়া" আবার,"আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশী বাজায়" (দরবারী কনাড়া হুবহু সুরে), মেঘ মেদুর বরষায় কোথা তুমি (জয়জয়ন্তী রাগে)

খেয়ালাঙ্গের গানে কবির নিজের সুর করা গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গান -

"গুঞ্জামালা গলে কুঞ্জে এসো হে কালা" (মালগুঞ্জ)

"নিশি নিঝুম ঘুম নাহি আসে" (রাগ বেহাগ)

"প্রথম প্রদীপ জ্বালো" (পটদীপ)

"ভবনে আসিল অতিথি সুদূর" (রাগ গৌড় সারং)

বেহাগ রাগে রচিত এবং ত্রিতালের ছন্দে আবদ্ধ তার বিখ্যাত গান-

"নিশি নিঝুম ঘুম নাহি আসে, হে প্রিয় কোথা তুমি দূর প্রবাসে" গানটির শুরু ত্রিতালের দ্বিতীয় মাত্রা থেকে সোমে এসে পড়েছে 'আসে' র 'আ'তে। বেহাগ রাগে বাদী স্বর গান্ধার এবং সমবাদী নিষাদ। গানটি সমবাদী স্বর নিষাদ থেকে শুরু হয়ে 'ঘুম নাহি আসে' 'আ' স্বরটি গান্ধার অর্থাৎ বাদী স্বরে এসে দাড়িয়েছে যা রাগ রূপকে পরিপূর্ণ করে তুলেছে। এখানে উল্লেখ্য যে বাদী স্বর হচ্ছে রাগের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় স্বর যা ছাড়া রাগের রূপ প্রকাশ পায় না, সমবাদী স্বর হচ্ছে রাগের দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় স্বর, বাদী স্বরের চেয়ে কম কিন্তু অন্যান্য স্বরের চেয়ে বেশী ব্যবহত হয়ে থাকে। এই গানে অন্তরা অংশ-

'বিহগী ঘুমায় বিহগ কোলে'

মপ নি। এখানে 'ঘুমায়' 'ঘু' তে সমবাদী স্বরের ব্যবহার করা হয়েছে এবং ন্যাশ করা হয়েছে ফলে রাগরূপ পরিপূর্ন ভাবে ফুটে উঠেছে।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নে গানটির স্বরালাপ প্রদান করা হলোঃ

ক ৩য় ০ ১ম

II সমা গা -গমা -পক্ষা | প-পা পর্সা না ধপা | ধা -নধা পক্ষা পা | -গমা গরা সন্া সা I
আ০ সে ০০ ০০ ০ নি শি নি০ ঝ্‌ ০০ ম০ ঘু ০০ ম০ না০ হি

I সমা গা -া -রসা | -া র্সাঃ গপাঃ মা | পা পা না না | পধা -নর্সাঃ র্নাঃ নধা I
আ০ সে ০ ০০ ০ হে প্রি০ য় কো থা' তু মি দূ০ ০০০ র প্র০

I পাঃ -ক্ষাঃ -পমা গাঃ | -সঃ র্সাঃ গপঃ মা | পা পা না না | পনা -র্সর্গা র্রর্সা র্না I
বা ০ ০০ সে ০ হে প্রি০ য় কো থা' তু মি দূ০ ০০ র০ প্র

I ধপাঃ -ক্ষাঃ -গমা গা | -া র্সা না ধপা | ধা -নধা পক্ষা পা | -গমা গরা সন্া সা II
বা০ ০ ০০ সে ০ নি শি নি০ ঝ্‌ ০০ ম০ ঘু ০০ ম০ না০ হি

II {-া গমা পা না | পধা -নর্রর্সা র্গ-না র-নাঃ | -ধঃ ননা র্সা র্গনা I
০ বিহ গী ঘু মা০ ০০০ ০ ০ য় বিহ গ কো

I র্সা -া র-না -র্সা | -া র্সর্গা র্গা র্সর্রর্গর্মা | র্গা র্গর্রা র্গর্সা না | -া নাঃ নঃ র্সনা I
লে ০ ০ ০ ০ ঘুমা য়ে ছে০০০ কু ,ল০ মা লা ০ ক্লান্ ত আঁ০

I ধনর্সর্রা -া র্সনধপা -ক্ষপা | -া (গমা পা না | ধনর্সর্রা -া ধনাঃ -ঃ | -ধা ননা র্সা র্গনা I
চ০০০ ০ লে০০০ ০০ ০ বিহ গী ঘু মা০০০ ০ ০০ ০ য় বিহ গ কো

I র্সা -া -া -ধনা | -র্সা -া -া -া | র্সা -া -নর্রা -র্সনা | -ধনা -া -ধপা -ক্ষপা I
লে ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ আ ০ ০০ ০০ ০০ ০ ০০ ০০

I -া -া -গপা -গপা | -না -া -নর্রর্সা -না | -ধপা -ক্ষপা -ক্ষপা -ধা | -ক্ষপাঃ -ক্ষঃ -গমা -গমা I
০ ০ ০০ ০০ ০ ০ ০০০ ০ ০০ ০০ ০০ ০ ০০ ০ ০০ ০০

I -পাঃ -রগঃ -রাঃ -সঃ | -সা)) {সসাঃ গঃ মা | পা পা পনা না | নর্সা নর্সা -া -পা I
০ ০০ ০ ০ ০ তু লি ছে রা তে র তা০ রা চাঁ০ দে০ ০ র

I গমা -পা গপা -মগরগা | -া} র্সা না ধপা | ধা -নধা পক্ষা পা | -গমা গরা সন্া সা II
পা০ ০ শে০ ০০০০ ০ নি শি নি০ ঝ ০০ ম০ ঘু ০০ ম০ না০ হি

Dhaka University Institutional Repository

তার নিজের সুরে আরেকটি উল্লেখ যোগ্য গান -

"প্রথম প্রদীপ জ্বালো
মম ভবনে হে আয়ূষ্মতী
আঁধার ঘিরে আশার আলো
আনুক তোমার গৃহের জ্যোতি"

রাগ পটদীপ কাফী ঠাটের রাগ। বাদী স্বর পঞ্চম, সমবাদী ষড়জ। আরোহনে বর্জিত স্বর ঋষভ ও ধৈবত। আরোহন ন্ সা জ্ঞ ম প ন র্সা অবরোহন- র্সা ন ধ প ম জ্ঞ র সা।

খেয়াল অঙ্গের গানে যেমন আলাপের মাধ্যমে শুরু করার প্রথা রয়েছে এই গানটিতেও তেমনি আলাপের মাধ্যমে শুরু, গানের স্থায়ী অংশে 'প্রদীপের 'দী' তে সোম 'জ্বালো' 'জ্বা' এর পরের অংশে যে অলংকার ব্যবহার করেছে তাতে ধৈবত ব্যবহার হরে 'ধ নি সা' করাতে রাগ কিছুটা মিশ্র হয়ে পূনরায় পটদীপ ফিরে এসেছে, বাকী অংশে রাগরূপ বজায় রেখেছে। এটুকু মিশ্রনে রাগ রূপকে কোন ব্যহত করেনি এখানেই নজরুলের কৃতিত্ব - মিশ্রন, ভঙ্গন, গড়ন এযেন তার চিরকালের খেলা।

সঞ্চারী অংশ -

"কাকন পরা তব শুভ কর
মুখর করুক এ নীরব ঘর"

এই অংশে তিনি আরেক রহস্যময় মিশ্রন ঘটিয়েছেন কোমল নিখাদের মাধ্যমে, ফলে পটদীপ থেকে অনেকখানি সরে গেছে। 'মুখর করুক ' এই অংশ থেকে আবার পটদীপে ফিরে এসেছে। এই যে আসা যাওয়ার খেলা এ কেবল নজরুলের পক্ষেই সম্ভব কারণ রাগ নিয়ে খেলার সাহস তিনি অর্জন করেছিলেন।

তার রচিত এবং সুর করা আরও একখানি উল্লেখযোগ্য গান-

"এস প্রিয় আরো কাছে
পাইতে হৃদয়ে বিরহী মন যাচে"

Dhaka University Institutional Repository

দেশী টৌড়ী রাগে রচিত এবং ত্রিতালে আবদ্ধ নজরুলের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। আশাবরী ঠাটের রাগ, প্রকৃতি গম্ভীর, জাতি ঔড়র সম্পূর্ন। আরোহে গ ও ধ বর্জিত, অবরোহে সবস্বর লাগে। বাদী- প, সমবাদী- রে, বক্রগতির রাগ।

আরোহ- স র ম প ন র্স , অবরোহ- র্স প ধ প ম প, রে জ্ঞ সা রে নি সা, হিন্দুস্থানী খেয়ালের ন্যায় এটি সম্পূর্ণ খেয়াল। এতে আলাপ, বিস্তার, লয়কারী, তেহাই করার অবকাশ রয়েছে প্রচুর, প্রয়োজনে বিলম্বিত খেয়ালের ন্যায়ও পরিবেশন করা যায়। এই গানে কবি রাগ শুদ্ধতা বজায় রেখেছেন পরিপূর্ণ ভাবে।

(গ) **ঠুমরী** ঃ- ঠুমরী রাগপ্রধান গানের সর্বশেষ ধারা, যেখানে সব রাগের মিশ্রণে কোন বাধা থাকেনা । ঠুমরী অঙ্গের গানে নজরুলের অবদান বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য ।

ঠুমরী অঙ্গের গানে ব্যবহৃত রাগের সংখ্যা এবং তালের সংখ্যা সীমিত কিন্তু কারুকার্য থাকে সীমাহীন । সাধারনত ঠুমরী গীত হয়ে থাকে পিলু, ভৈরবী, পাহাড়ী, তিলক কামোদ এবং তাল ব্যবহৃত হয় যথাক্রমে দাদ্‌রা, কাহারবা, আদ্ধা, যৎ, দীপচন্ডী, ত্রিতাল এই রূপ নির্দিষ্ট কিছু তাল। ঠুমরীর মূলভাব থাকে কোমল প্রকৃতির। এর বিষয়বস্তু থাকে আনন্দ, বেদনা, উল্লাস, আশা, ভয়, ভীতি, পীড়া, জ্বালা, চিন্তা, উৎকণ্ঠা যা প্রেমের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ঠুমরী কোন একটি বিশেষ রাগ থেকে উৎসারিত হয়ে কুলহারা নদীর মত এঁকেবেঁকে ছুটে চলে পথে যা কিছু প্রয়োজন সংগ্রহ করে সঙ্গে নিয়ে চলে । কখনও কখনও রাগের বাঁধনকে হালকা করে অন্য রাগের রূপ নেয় কিন্তু সমাপ্তি ঘটে ঐ নির্দিষ্ট রাগের উপর ভিত্তি করেই। ঠুমরী অঙ্গের গান সাধারণত সব সময় সব ধরনের শ্রোতাদের মুগ্ধ করতে পারে ।

একটি বিষয় নিশ্চিত করে বলা যায় যে, নজরুলের রাগসংঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণ ছিল অত্যন্ত দৃঢ় অপরদিকে ছিল তার অপরিসীম ক্ষমতা ও শক্তি। উচ্চাঙ্গসংগীতে এই ঠুমরী প্রকৃতি রাগপ্রধান গানের জগতে তার অবদান অপরিসীম। সুর- বানী- তাল লয়- গায়নশৈলী এ সবের সতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে নজরুল ঠুমরী রচনা করে বাংলা গানের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে রেখে গেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

কবি নজরুলের নিজের সুর করা কিছু উল্লেখযোগ্য গান যেমনঃ-

১।"এ কোন মায়ায় ফেলিলে আমায়"

রাগ শিবরঞ্জনী ও ভৈরবী এবং তাল দাদরা।

২।"রহি রহি কেন সে মুখ পড়ে মনে" রাগ নারায়নী, তাল ত্রিতাল।

৩।"আমি সূর্যমুখী ফুলের মত" রাগ কামোদ মালবশ্রী, তাল কাহারবা।

৪। "বধু তোমার আমার এই যে বিরহ" রাগ মিশ্রখাম্বাজ তাল দাদ্‌রা।

৫। "গুণ্ঠন খোলো পারুল মঞ্জুরী" তাল দাদ্‌রা

৬। "কোন রস যমুনার কূলে" রাগ ভৈরবী।

৭। "দিও বর হে মোর স্বামী"

নজরুল সৃষ্ট ঠুমরীগুলোর মধ্যে একটি ঠুমরী সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হলো।

"এ কোন মায়ায় ফেলিলে আমায় চির জনমের স্বামী

তোমার কারণে এ তিন ভুবনে

শান্তি না পাই আমি"

গান্ধার শিবরঞ্জনী ও ভৈরবী রাগের মিশ্রনে এই গানটি, শিবরঞ্জনী রাগে কোমল গান্ধার ব্যবহৃত হয়। আরোহন- সা রে জ্ঞ প ধ র্সা, অবরোহন- র্সা ধ প জ্ঞ রে সা, গানটি ধৈবত থেকে শুরু হয়ে তার সা তে আন্দোলনের মাধ্যমে কোমল ধা তে অর্থাৎ 'আমায়' কথাটিতে তালের ঝোঁক পড়ে সঙ্গে সঙ্গে রাগের ও পরিবর্তন ঘটে ভৈরবী রাগের ব্যবহার দেখা যায়। অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে নজরুল গানটির সুরারোপ করেছেন।

অন্তরার অংশে-

অন্তরে যদি লুকাইতে চাই

অন্তর জ্বলে পুড়ে হোক ছাই

এ আগুন আমি কেমনে লুকাই

ওগো অর্ন্তযামী

Dhaka University Institutional Repository

এই অংশেও শিবরঞ্জনী ও ভৈরবী একে অপরের পরিপূরক হয়ে জড়িয়ে আছে। পূর্বেই বলা হয়েছে ঠুমরী অঙ্গের গানে রাগের শুদ্ধতা বজায় রাখা মুখ্য নয়, তাই এক রাগ থেকে অন্য রাগে যে এক আলো আঁধারী খেলা চলছে নিরন্তন।

সঞ্চারী অংশে-

মুখ থাকিতে বলিতে পারেনা
বোবা স্বপ্নের কথা
বলিতেও নারি লুকাতেও নারি
তেমনি আমার ব্যথা"

বিস্ময়কর ঘটনা এই সঞ্চারী অংশে ভৈরবী বা শিবরঞ্জনী দুটোই অনুপস্থিত, স্পষ্টভাবে কোনটি নেই- হঠাৎ শুদ্ধ গান্ধারের ব্যবহার এই বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে।

আবার আভোগের অংশে

'যে দেখেছে প্রিয় বারেক তোমায়
বর্ণিত রূপ ভাষা নাহি পায়
পাগলিনী প্রায় কাঁদিয়া বেড়ায়
অসহায় দিবা যামী'

এই অংশের সুরটিতে ভৈরবীর স্থায়িত্ব বেশী দেখা যায়। এরই মধ্যে আবার ভৈরবের ছোঁয়া থেকে আবার পুনরায় শিবরঞ্জনী রাগে ফিরে গেছে।

মূলত কাজী নজরুলের সকল ঠুমরী অঙ্গের গান গুলোতে এই বৈচিত্র্য বিশেষ ভাবে লক্ষনীয়। এমন অপূর্ব বৈঠকী আমেজ বাংলা সঙ্গীতে সত্যি বিরল।

ঘ) টপ্পা ঃ ঐতিহাসিকদের মতে পাঞ্জাবের ঝাঙ্গা অঞ্চলের উট চালকের মধ্যে প্রচলিত গানের প্রভাবেই টপ্পা উৎপত্তি। টপ্পা শব্দটি হিন্দী। এর আদি অর্থ অন্তর বা লম্ফন ।

Dhaka University Institutional Repository

টপ্পার গায়ন রীতি, তান বিস্তার খেয়াল থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। টপ্পাতে সাধারনত বিশেষ বিশেষ স্থানে গিটকারী যুক্ত অলংকার প্রয়োগের ফলেই টপ্পার গায়নশৈলীতে একটা বিশেষ পার্থক্য সৃষ্টি করে।

টপ্পা লোকগীতির উৎস থেকে উদ্ভুত হলেও মুসলমানরাই এই টপ্পাকে রাগসঙ্গীতে উত্তীর্ণ করে । পরবর্তীতে টপ্পা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একটি ধারা রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। টপ্পা সাধারণত কাফী, খাম্বাজ, ভৈরবী, সিন্ধু, পিলু, ঝিঁকিট, বারোয়া, দেশ ইত্যাদি রাগে গীত হয়ে থাকে। হিন্দুস্থানী টপ্পায় দুটি তুক থাকে কিন্তু বাংলা ভাষায় রচিত টপ্পা গানের দুইয়ের অধিক তুক দেখা যায়। টপ্পার তাল কার্য অর্থাৎ তানের রূপ প্রধানত দুই প্রকারের যেমন ঃ- হালকা ও ক্ষুদ্র এবং দীর্ঘ ও দানাদার।

নজরুলের টপ্পা অঙ্গের রাগপ্রধান গানের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপঃ

১। গানের বানী প্রেম ও ভক্তি ভাবাপন্ন।

২। গানগুলি দুই তুক্ বিশিষ্ট না হয়ে দুইয়ের অধিক তুক্ সম্পন্ন হয়ে থাকে।

৩। দ্রুত ও লঘু গতি সম্পন্ন গান। দ্রুত গতিসম্পন্ন গানগুলি সধারণত দাদরা ও কাহারবা তালে এবং লঘু গতিসম্পন্ন গানগুলি একতাল, যৎ ও ত্রিতালে নিবদ্ধ।

৪। তাল কার্যে হালকা ক্ষুদ্র এবং দীর্ঘ দানাদার উভয় গিটকারীই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৫। নজরুলের টপ্পা আকৃতিতে বড় মাপের হয়ে থাকে।

নজরুল রচিত কিন্তু তার সুরারোপিত নয় বেশ কয়েকটি টপ্পা অঙ্গের গান পাওয়া যায় যেমন ঃ-

"যাহা কিছু মম আছে প্রিয়তম "

"কি দশা হয়েছে মোদের দেখ মা উমা"

"ভুল করেছি ও মা শ্যামা"

"গানগুলি মোর আহত পাখির সম"

"আমার শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে" এই গানটির সুরকার নজরুল নিজেই । দ্বিতীয় রেকর্ড নং এন, ৯৯৭৪, শিল্পী জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী, সুরকার নজরুল। রাগ কাফী, সিন্দু, খাম্বাজ, তাল মৎ (৮ মাত্রা) গানটি ভক্তিমূলক শ্যামা সংগীত পর্যায়ের"

Dhaka University Institutional Repository

ঙ) গজল ঃ বাংলা গজলের পথপ্রদর্শক এবং সার্থক সৃষ্টিকর্তা কবি কাজী নজরুল ইসলাম। আরবী, ফার্সী গানের প্রতি তাঁর আকর্ষন ছিল তীব্র। হাফিজ, গালিব ছিল তাঁর প্রেরণার মূল উৎস । তবে সর্বজনবিদিত শেখ সাদীর কথা বাদ দিলে ভুল করা হবে।

গজলের মূল ভাবব্যঞ্জনায় থাকে আধ্যাতিমকতা, সুফীবাদ, দার্শনিকতা, মরমীবাদ,প্রেম, ঐশীপ্রেম কবি মানসের অহংকার সহ মৃদু ঠাট্টাও এতে স্থান পেয়ে তাকে।

গজলের মূল বৈশিষ্ট্য শেয়র বা শ্যের বা শায়ের। গজল সাধারনত আলাপের মাধ্যমে শুরু হয়ে তালে গীত হয়ে তারপর অন্তরা অংশগুলো আবার তাল ছাড়া গীত হয়ে আবার পুনরায় তালে পড়ে। ঐ তাল ছাড়া অংশকে শ্যের বলে। নজরুলের গজলে শ্যের অংশ সবসময় বিদ্যমান নয়। তারপরও সেগুলো আঙ্গিক, কাঠামো, গায়কী স্বাতন্ত্র্য ও বিষয়ানুষঙ্গে সম্পূর্ণ গজল।

তাঁর রচিত এবং সুরারোপিত কিছু উল্লেখযোগ্য গজল ঃ-

"করুণ কেন অরুণ আঁখি
দাও গো সাকি দাও শরাব"

"নিশি ভোর হলো জাগিয়া পরান পিয়া"

"নতুন নেশার আমার এ মদ"

"আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী"

"বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল" (উল্লেখ্য এ গজলটিই তাঁর রচিত প্রথম গজল।)

"কেন আসিলে ভালবাসিলে দিলেনা ধরা জীবনে যদি"

"চেয়োনা সুনয়না আর চেয়ো না"

"দাঁড়ালে দুয়ারে মোর কে তুমি ভিক্ষারিনী"

"দিতে এলে ফুল হে প্রিয়া"

"পাষানে ভাঙালে ঘুম"

"বনে মোর ফুল ঝরার বেলা"

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ঐতিহ্যানুসঙ্গে রচিত তাঁর কিছু নিজের সুর করা উল্লেখযোগ্য গজল ঃ-

"ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলোরে দুনিয়ায়"

"ভোর হল ওঠ জাগ মুসাফির"

"ইসলামের ঐ সওদা লয়ে এলো নবীন সওদাগর"

এগুলো ব্যতিত বেশীর ভাগ গজলেই তাঁর নির্দেশেই সুরকাররা রাগ-রাগিনীর ব্যবহার করেছেন । অর্থাৎ তাঁর তদারকেই গানের সুর নির্বাচিত হয়েছে। সে কারনেই গজলগুলো সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেছিল। তাঁর বিখ্যাত গজল-

"করুণ কেন অরুণ আখি দাও গো সাকী দাও শারাব"

নজরুলকৃত সুরে রাগঃ সিন্ধু এবং তাল কাওয়ালী।

১৯৩১ সালে রচিত এ গানটির শিল্পী ছিলেন কে, মল্লিক। তাল কাওয়ালী- কাহারবা হিসেবেই বাদিত হয়ে থাকে। লাউনী তালের ক্ষেত্রেও একই হিসেবে বাদিত হয়।

গানটিতে ছয়টি অন্তরা রয়েছে। কিন্তু রেকর্ডে তিনটি অন্তরা রেকর্ড হয়েছে। 'সুর মুকুর' স্বরলিপি অনুযায়ী এটি রাগ সিন্ধুর উপর রচিত। স্থায়ী অংশের দ্বিতীয় চরণে কোমল ধৈবতের ব্যবহারের ফলে ভৈরবী রূপ প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু তাই বলে সিন্ধু ভৈরবী বলা যাবেনা কারণ সিন্ধু ভৈরবী একটি সবতন্ত্র ও শুদ্ধ রাগ। স্থায়ী অংশের সঙ্গে অন্তরার অংশে একটি মিল রয়ে গেছে। অন্তরার অংশে তালের মধ্যে থেকেও যেন একতালবিহীন ভাব প্রকাশ পায়। পরে স্থায়ী অংশে ঝোঁক সহকারে ফিরে এসে গজল ধরনটিকে ফুটিযে তোলা হয়েছে।

নজরুল সৃষ্ট রাগ

নজরুলের রাগ সৃষ্টির ভাবনা ভাবার্থ এই হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করার প্রয়াস ছিল না। তার উদ্দেশ্য ছিল বাংলা সংগীতের কাব্যরসকে টিকিয়ে রেখে বাংলা সংগীতকেই উচ্চাঙ্গের করে তোলা। তার রাগসৃষ্টির চিন্তাধারায় রাগের চলন বাণীবদ্ধ সঙ্গীত চিন্তার মধ্যে পরিমিত ও সীমাবদ্ধ

Dhaka University Institutional Repository

করেছিলেন। নজরুলের রাগ সৃষ্টির মূলে বিলম্বিত খেয়াল গায়কদের বাসনা পূরণের কোন প্রয়াস ছিল না। তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বাংলা গানের ভিত্তিকে সু-প্রতিষ্ঠিত করে এক নবদিগন্ত উন্মোচন করা। নজরুলের রাগ ভাবনায় বাংলা গানের স্থানটি ছিল শীর্ষে। তাই তিনি রক্ষা করে গেছেন বাংলা গানের সমস্ত বৈশিষ্ট গুলি। তাই তিনি বহুবিধ অলংকারাদি মিশিয়ে বাংলাগানের ভাবরসকে বিনষ্ট করেননি। নজরুল সৃষ্ট কতিপয় রাগসমূহ নিম্নে বর্ননা করা হলো ঃ-

নজরুল সৃষ্ট কতিপয় রাগ

কবি নজরুল প্রচলিত ও অপ্রচলিত বহু রাগের মিশ্রণে অনেক গান সুরারোপ করেছেন।

১)রাগ- বেনুকাঃ আরোহ স রে ম, প ণ ধ, প ধ ম, প ধ র্সা। অবরোহ-র্সা নি প ধ না, গ রে গ সা

জাতি ঃ বক্র গতির ষাড়ব- ষাড়ব, বাদী- মা সমবাদী- ষড়জ,

গান- বেনুকা ওকে বাজায় মহুয়া বনে।

২) রাগ- অরুন ভৈরব আরোহ ঃ ধ্ নি্ সা ঋ গ ম দা পা, ণি ধা র্সা। অবরোহ ঃ র্সা ণ ধা ণ পা মা দা পা মা গ মা ঋ (সা)। এই রাগে রে ও নি স্বর দুটি কোমল। এছাড়া ধা স্বরটি শুদ্ধ ও কোমল রূপে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। ইহা ও বক্রগীতির রাগ । গান- জাগো অরুন ভৈরব জাগো হে শিবধ্যানী শোনাও তিমির ভীত বিশ্বে নব দিনের বানী।

৩) রাগ- রূদ্র ভৈরব ঃ আরোহ ঃ সা ঋ মা দা ণা র্সা। অবরোহ ঃ র্সা ণা দা মা ঋ ধ সা। জাতি ঃ ঔড়ব- ঔড়ব। বাদী ঃ ধৈবত, সমবাদী ঋষভ এই রাগে রে ধা ও নি স্বর তিনটি কোমল এছাড়া বাকী সব শুদ্ধ। উত্তরাঙ্গে এই রাগটি গীত হয়ে থাকে। গান- এস শঙ্কর ক্রোধাগ্নি, হে প্রলয়ঙ্কর রুদ্র ভৈরব সৃষ্টি সংহার।

৪) রাগ- আশা ভৈরব ঃ আরোহ ঃ সা ঋ জ্ঞা সা ঋ মা, পা দা ণা পা দা র্সা।

অবরোহ ঃ র্সা দা পা মা ঋ সা। জাতিঃ সম্পূর্ন- ঔড়ব, বাদীঃ পঞ্চম পা ; সমবাদী ষড়জ। এই রাগে রে, গা, ধা ও নি স্বরগুলি কোমল।

৫) রাগ- শিবানী ভৈরবী ঃ আরোহ ঃ সা রা জ্ঞ পা দা র্সা। অবরোহ ঃ র্সা র্রা র্জ্ঞা র্রা র্সা ণা দা পা, মা জ্ঞা সা। জাতি ঃ ঔড়ব- সম্পূর্ন, বাদী ঃ ষড়জ, সমবাদী পঞ্চম। এই রাগে গা, ধা ও নি স্বর কোমল। এছাড়া বাকী সব শুদ্ধ স্বর।

Dhaka University Institutional Repository

গান- ভগবান শিব জাগো জাগো, ছাড়িয়ে গেছেন দেবী শিবান সতী।

৬) রাগ- রক্তহংস সারং ঃ আরোহ ঃ সা রা মা পা ধা র্সা। অবরোহ ঃ র্সা ন পা মা রে সা জাতি ঃ ঔড়ব- ঔড়ব। বাদী- পঞ্চম, সমবাদী- ঋষভ। এই রাগে সব স্বরই শুদ্ধ। গান- বল রাঙা হংসদূতী তার বারতা দাও তার বিরহ লিপি, বল সে কোথা।

৭) রাগ- সন্ধ্যা মালতী ঃ আরোহ ঃ ন্ সা জ্ঞা রা সা, গ মা পা, ণ ধা মা, প না র্সা। অবরোহ ঃ র্সা না দা পা ঋ জ্ঞা রা সা । জাতি ঃ বক্র সম্পূর্ণ। বাদী পঞ্চম সমবাদী- ষড়জ। এই রাগে গা, ধা ও নি স্বরগুলো কোমল ও শুদ্ধরূপে প্রয়োগ হয়ে থাকে এবং মধ্যম অর্থাৎ মা তীব্র।

গান- শোন ও সন্ধ্যামালতী বালিকা তপতী- বেলা শেষের বাঁশী বাজে।

৮) রাগ- বন কুন্তলা ঃ আরোহ ঃ প্া ধ্া সা রা গা পা ধা পা, ধা র্সা । অবরোহ ঃ র্সা নি ধা পা গা রা গা সা, জাতি ঃ বক্র গতির ঔড়ব- ষড়জ, বাদী- পঞ্চম। সমবাদী- ঋষভ। এই রাগে সব স্বর শুদ্ধ।

গান- বন কুন্তল এলায়ে / বন শবরী ঝুরে / স করুন সুর/

৯) রাগ- শঙ্করী ঃ আরোহ ঃ সা গা পা ণা ধা র্সা অবরোহ ঃ র্সা নি পা, গা প না ধা পা, গা সা, অবরোহ ঃ র্সা ন পা, গ পা র্ণ ধা পা, গা সা, জাতি ঃ ঔড়ব- ঔড়ব। বাদী- গান্ধার, সমবাদী- নি। এই রাগে অবরোহ কেবলমাত্র কোমল নি প্রয়োগ হয়ে থাকে। এ ছাড়া বাকী সব শুদ্ধ স্বর।

গান- শঙ্কর অঙ্গলীনা যোগমায়ায় শঙ্করী শিবানী

বালিকা সম লীলাময়ী নীল উৎপল পানি।

১০) রাগ- যোগিনী ঃ আরোহ ঃ সা ঋ জ্ঞা ক্ষা দা পা, মা পা ণা দা পা র্সা অবরোহ ঃ র্সা না দা পা, পা ক্ষা গা, মা, ম গ ঋ সা। জাতি ঃ বক্র সম্পূর্ন। বাদী- পঞ্চম (পা), সমবাদী ষড়জ। এই রাগে রে ও ধা স্বর দুটি কোমল। এ ছাড়া ম তীব্র ও শুদ্ধ রূপে প্রয়োগ হয়ে থাকে।

গান- শান্ত হও শিব, বিরহ বিহ্বল

চন্দ্র লেখার বাঁধ জটা জুট পিঙ্গল।

Dhaka University Institutional Repository

১১) রাগ- সরস্বতী ঃ আরোহ ঃ দ্ ন্ সা গা মা ; দা পা, জ্ঞ ম র্সা। অবরোহ ঃ র্সা নি দা মা, দা পা মা জ্ঞা মা সা। জাতি ঃ ষড়ব- ষড়ব। বাদী- মা, সমবাদী- ষড়জ এই রাগে গা স্বরটি কোমল ও শুদ্ধ উভয় রূপেই প্রয়োগ হয় এ ছাড়া ধা স্বরটি ও কোমল।

১২) রাগ- নির্ঝরিনী ঃ আরোহ ঃ সা পা গা মা পা র্সা অবরোহ ঃ র্সা দ পা মা গ মা ঋ সা। বাদী- প, সমবাদী- সা। গান- রুম ঝুম ঝুম রুমু ঝুমু কে বাজায় জল ঝুমঝুমি।

১৩) রাগ- রূপ মঞ্জরী ঃ আরোহ ঃ সা রে মা পা না র্সা অবরোহ ঃ র্সা না ধা পা, গা মা রে গা, সা রে ন্া সা। জাতি ঃ ঔড়ব- সম্পূর্ন। বাদী- পা, সমবাদী- ষড়জ। এই রাগে ব্যবহৃত সব স্বরই শুদ্ধ।

গান- পায়েলা বোলে রিনি ঝিনি, নাচে রুপ মঞ্জুরী শ্রীরাধার সঙ্গিনী।

১৪) রাগ- দেবযানী ঃ আরোহ ঃ সা রে পা, পা ধা, রে পা, ণা ধা না র্সা। অবরোহ ঃ র্সা ণা ধা পা রে সা জাতি ঃ ঔড়ব- ঔড়ব। বাদী- পঞ্চম (পা) সমবাদী- (রে) এই রাগে কেবলমাত্র নি স্বরটি কোমল, এছাড়া বাকী সব শুদ্ধ স্বর। গান ঃ দেবযানীর মনে প্রথম প্রীতির কলি জাগে / কাঁপে অধীর আঁখি অরুন অনুরাগে /

১৫) রাগ- দোলনচাপা ঃ আরোহ ঃ সা গা ক্ষা পা, গা মা না ধা, পা না ধা র্সা। অবরোহ ঃ র্সা না ধা না ধা পা ক্ষা পা, গা মা রে সা। জাতি ঃ ষাড়ব- সম্পূর্ন। বাদী- পা, সমবাদী- সা। এই রাগে মা স্বরটি তীব্র ও শুদ্ধ রূপে প্রয়োগ হয়ে থাকে। এ ছাড়া বাকী সব স্বরই শুদ্ধ।

গান- দোলন চাঁপা বনে দোলে

দোল পূর্ণিমা রাতে চাদের সাথে।

১৬) রাগ- মীনাক্ষী ঃ আরোহ ঃ ণ্া ধ্া সা ণ্া রে, গা মা পা , গা মা পা ধা র্সা। অবরোহ ঃ র্সা ণা ধা মা পা, দা পা মা জ্ঞা রে, গা সা। জাতি ঃ বক্র গতির সম্পূর্ন বাদী- রে সমবাদী- পা। এই রাগে আরোহে এবং অবরোহে না স্বরটি কোমল এবং অবরোহে গা ও ধা স্বর দুটি কোমল ও শুদ্ধ রূপে প্রয়োগ হয়ে থাকে।

গান- চপল আখির ভাষায় হে মীনাক্ষী কয়ে যাও / না বলা কোন বানী বলিতে চাও।

Dhaka University Institutional Repository

১৭) রাগ- উদাসী ভৈরব ঃ আরোহ ঃ সা ঋ গা, মা ক্ষা মা, ক্ষা ণা র্সা, র্ঋ র্সা, অবরোহ ঃ র্ঋ র্সা র্ণ ক্ষা মা, মা গা ঋ সা । জাতি ঃ বক্রগতির ঔড়ব- ঔড়ব। বাদী-মধ্যম (মা), সমবাদী- সা। আপাত দৃষ্টিতে আরোহ, অবরোহ তে ভৈরব ঠাটের কোন দৃষ্টান্ত নেই। কড়ি মধ্যম ও শুদ্ধ মধ্যম পাশাপাশি ব্যবহার করাতে ভৈরবের কোন অঙ্গই ফুটে উঠেনি। তবে যদি মধ্যমকে ষড়জ করা যায় তবে পাওয়া যায়। তবে আরোহ দাঁড়ায় সা ঋ মা পা দা র্সা ; র্সা দা পা মা ঋ সা, ন্‌া সা দ্‌া প্‌া কিছু যোগিয়ার রূপ নেয়। কোথাও কোথাও ললিতকে ও পাওয় যায়। এ এক অসীম ক্ষমতার সৃষ্টি রূপ। এই রাগে রে ও নি স্বর দুটি কোমল এবং উভয় প্রকার মধ্যম ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ললিত রাগের সহিত এই রাগের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

গান- সতীনের উদাসী ভৈরব কাঁদে / বিষাণ ত্রিশূল ফেলি গভীর বিষাদে।

১৮) রাগ- অরুণ রঞ্জনী ঃ আরোহ ঃ সা, জ্ঞা, পা, ক্ষা, পা, দা র্সা। অবরোহ ঃ র্সা, ণা, দা, পা, জ্ঞা, ঋ, সা। জাতি ঃ ঔড়ব- ষড়ব। বাদী- পা, সমবাদী- ষড়জ। এই রাগে রে গা ধা ও নি স্বর গুলি কোমল এবং মা স্বরটি তীব্র রূপে প্রয়োগ হয়ে থাকে।

গান- হাসে আকাশে শুকতারা হাসে অরুণ রঞ্জনী উষার পাশে।

অরুণ রঞ্জনীর প্রধান স্বর বিন্যাস নিম্নরুপ ঃ-

১. সা জ্ঞা পা ক্ষা পা (মুলতানী আভাস পাওয়া যায়)

২. দা র্সা ণা দা পা (বিলাস খানী টৌড়ী)

৩. পা জ্ঞা দা পাা র্সা (ভূপাল টৌড়ীর ছায়া)

৪. র্সা ণা র্ঋ র্সা ণা- দা পা (বিলাস খানী টৌড়ী)

৫. দা র্সা র্জ্ঞা র্ঋা র্সা ণা- দা পা (বিলাস খানী টৌড়ী)

৬. দা পা জ্ঞা ঋ সা (ভূপাল টৌড়ী)

৭. দ্‌া সা জ্ঞাা পা ঋা জ্ঞা ঋ সা (ভূপাল টৌড়ী)

৮. সা ঋ ণ্‌া সা দ্‌া জ্ঞা ঋ সা (বিলাস খানী টৌড়ী)

৯. দা র্জ্ঞা র্ঋ ণা-র্সা (বিলাস খানী টৌড়ী)

Dhaka University Institutional Repository

তবে সা জ্ঞা পা দা র্সা স্বর বিন্যাসটি মৌলিক কোন রাগের ছায়াই এতে পড়ে না। ভূপাল টৌড়ীর সঙ্গে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে।

'বেনুকা' ও 'দোলন চাপা' এই দুটি রাগ সৃষ্টি সম্পর্কে নজরুলের বক্তব্যটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

"'বেনুকা' ও 'দোলনচাঁপা' দুইটি রাগিনীই আমার সৃষ্টি। আধুনিক (মডার্ন)গানের সুরের মধ্যে আমি যে অভাবটি সবচেয়ে বেশি অনুভব করি তাহচ্ছে 'সিমিট্রি' (সামঞ্জস্য) বা 'ইউনিফরমিটি' (সমতা)। কোন রাগ বা রাগিনীর সঙ্গে অন্য রাগ বা রাগিনীর মিশ্রন ঘটাতে হলে সঙ্গীত শাস্ত্রে যে সূক্ষ্ম জ্ঞান বা রস বোধের প্রয়োজন তার অভাব আজকালকার অধিকাংশ গানের সুরের মধ্যেই লক্ষ করা যাচ্ছে এবং ঠিক এই কারণেই আমার নতুন রাগরাগিনী উদ্ধারের প্রচেষ্টা। রাগরাগিনী যদি তার 'গ্রহ' ও 'ন্যাস' এবং বাদী, বিবাদী ও সংবাদী মেনে নিয়ে সেই রাস্তায় চলে তাহলে তাতে কখনও সুরের সামঞ্জস্যের অভাব বোধ হবে না।

ক্লাসিক্যাল ও উচ্চাংগ সঙ্গীতে যে অভিনব রস সৃষ্টি হতে পারে, মানুষের মনকে 'মহতোমহীয়ান' করতে পারে, তা আধুনিক সুরের একঘেয়ে চপলতায় সম্ভব হতে পারে না। আর যাঁরা মনে করেন, হিন্দি ছাড়া বাংলাভাষায় খেয়াল, ধ্রুপদ ইত্যাদি গান হতে পারে না, আমার এই গান দু'টির স্বর-সমাবেশ ও তালের, লয়ের ও ছন্দের 'কর্তব্য' তাদের সে ধারনা বদলে দেবে। গানের 'আঙ্গিক' বা মিউজিক্যাল টেকনিক বজায় রেখে ও এই শ্রেনীর গান কত মধুর হতে পারে, আশা করি, আমার এই গান দু'টিই তা প্রমাণ করবে। " (নজরুল রচনাবলী, আব্দুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, পঞ্চম খন্ড, দ্বিতীয়ার্ধ ১৯৮৪, পৃষ্ঠাঃ ২১৫-২১৬)।

Dhaka University Institutional Repository

নবরাগঃ

নজরুল সৃষ্ট রাগের উপর ভিত্তি করে তাঁর রচিত ছয়টি গানের সমন্বয়ে "নবরাগ মালিকা" নামে বেতার অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় ১৯৪০ সলের ১৩ই জানুয়ারী। এই অনুষ্ঠানে মূলত নজরুল সৃষ্টরাগ প্রচারিত হত । ঐ বেতার অনুষ্ঠান নবরাগ মালিকায় যে ছয়টি রাগ ছিল তা যথাক্রমে ঃ-

১। নির্ঝরিনী

২। বেনুকা

৩। মীনাক্ষী

৪। সন্ধ্যামালতী

৫। বনকুন্তলা

৬। দোলন চাঁপা

নজরুল 'কাবেরী তীরে' গীতি নাট্যে দক্ষিণ ভারতীয় রাগে গাথা কিছু গান করেন। গানগুলো নিম্নে দেওয়া হলোঃ

১। কাবেরী নদী জলে কে গো বালিক ঃ রাগ কর্ণাটী সামন্ত ,তাল: ত্রিতাল।

২। এস চির জনমের সাথী ঃ রাগ নাগস্বরাবলী

৩। নীলাম্বরী শাড়ী পরে নীল যমুনায় ঃ রাগ নীলাম্বরী। তাল: ত্রিতাল।

৪। রহি রহি কেন সে মুখ পড়ে মনে ঃ রাগ নারায়ণী, তাল: আদ্ধা- কাওয়ালী।

৫। "নিশি রাতে রিমঝিম ঝিম বাদল নূপুর" রাগ প্রতাপ বারলী, তাল: আদ্ধা- কাওয়ালী।

৬। 'ওগো বৈশাখী ঝড় লয়ে যাও অবেলায়' রাগ মনোরঞ্জনী, তাল: ঢিমা ত্রিতাল। এই 'কাবেরী তারে' গীতি নাট্যেটি প্রচারিত হয়- ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ তারিখে সন্ধ্যা ৭- ৫ মিঃ । মেঘমালার ভুমিকায় শৈলদেবী এবং বর্নিক কুমারের ভূমিকায় বিমল মুখোপাধ্যায় গান গেয়েছিলেন। বাংলা গানে দক্ষিনী রাগের প্রয়োগ করে এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, এটি তার সৃষ্টির একটি বড় দিক। তাছাড়া ও তিনি লুপ্ত বা অর্ধলুপ্ত রাগ রাগিনীকে 'হারামনি' নাম করণে আখ্যায়িত করেছেন এবং এই লুপ্ত প্রায় রাগ-রাগিনীগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যেই এই চেষ্টা। ১৯৪২ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত যতদিন তিনি সুস্থ ছিলেন ততদিন তিনি এ কাজ চালিয়ে যান।

Dhaka University Institutional Repository

তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু গান ও রাগঃ

জিলেফ সুরে ঃ ভোরের ঝিলের জলে

পটমঞ্জুবীর সুরে- আমি পথ মঞ্জুরী ফুটেছি আঁধার রাতে।

নীলাম্বরী রাগে- নীলাম্বরী শাড়ী পরে নীল যমুনায় কে যায়।

আনন্দী- দূর বেনুকুঞ্জে

কর্ণাটি সামন্ত ঃ কাবেরী নদী জলে।

সিংহেন্দ্র মধ্যম ঃ বসন্ত মুখর আজি।

নারায়নী ঃ নারায়নী উমা গেলে হেসে

এর মধ্যে কয়েকটি রাগ যেমনঃ-

কর্ণাটি সামন্ত, নীলাম্বরী, সিংহেন্দ্র মধ্যমা এই রাগগুলো দক্ষিন ভারতে প্রচলিত তবে উত্তর ভারতে কাজী নজরুলই গানের মাধ্যমে এগুলো চালু করেন।

নজরুলের সংস্কৃত ছন্দের গান

বাংলা গানে সংস্কৃত ছন্দের প্রভাব নজরুলের অবির্ভাবের বহু পূর্বে চর্যাগীতির কাল থেকেই সূচিত হয়েছিল। তারই ধারাবাহিকতা ক্রমে বৈষ্ণব পদাবলীতেও এর অস্তিত্ত পাওয়া যায় এবং একালেস্ত এর রেশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি।

কবি নজরুলও সংস্কৃত ছন্দ অবলম্বনে বেশ কিছু গান রচনা করে গেছেন। তার রচিত সংস্কৃত ছন্দের দশটি সঙ্গীত নিম্নে প্রদান করা হলো। ১৯৪১ সালের ২৬শে জুলাই কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে 'ছন্দিতা' নামে দুটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিল। রচনা ও পরিচালনায় ছিলেন কবি নিজে।

সংস্কৃত ছন্দের নাম ঃ-

প্রিয়া ——— মহুয়া বনে বন পাপিয়া

মধুমতি ——— বন কুসুম তনু তুমি কি মধুমতী

Dhaka University Institutional Repository

দীপক মালা ——— দীপক মালা গাঁথ গাঁথ সই

স্বাগতা ——— স্বাগতা কনক চম্পকা বর্না

মন্দাকিনী ——— জল ছলছল এস মন্দাকিনী

মনিমালা ——— মধু মধু ছন্দা নিত্যা তব সঙ্গী

রুচিরা ——— ভ্রমর নূপুর পরিহিতা কৃষ্ণ কুন্তলা

মধুভাষিনী ——— আজো ফাল্গুনে বকুল কিংশুকের বনে

মত্ত ময়ূর ——— মত্তময়ূর ছন্দে নাচে কৃষ্ণ প্রেমানন্দে

চন্ড বৃষ্টি প্রপাত——— তারকা নুপুরে নীল নভে।

সাধারনত গীতিকার যখন কোন গানের সুরারোপ করেন গানের সুর ও কথা একই সাথে স্রষ্টার মনে এসে যায় এবং গানের রূপ কোন সংস্কার ব্যতিতই কোন না কোন প্রচলিত তালের ভাজে বিশেষ কোন প্রয়াস ছাড়াই মনে গেঁথে যায়।

কোথাও কোথাও হয়তো দু-এক মাত্রা কম বেশী করার প্রয়োজন হয়। এটি স্বাভাবিক সৃজন প্রক্রিয়ায় পড়ে। কিন্ত ছন্দকে যদি প্রাথমিক শর্ত হিসেবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয় এবং তাতে যদি ভাব ,ভাষা , ছন্দ ও সুরের প্রয়োগ করতে বলা হয় অবশ্যই তা হয়ে উঠবে কষ্টকর এবং কারো কারো জন্যে দুষ্কর। নজরুল তার মেধাবী অনুশীলণও অসম্ভব প্রতিভা বলে তা সম্ভব করেছিলেন। এই সংস্কৃত ছন্দ আমাদের সঙ্গীতাঙ্গনের এক মহৎ ও সুবৃহৎ উত্তরাধিকার।

নির্দিষ্ট সংখ্যক অক্ষরের সমতা রক্ষায় হয় অক্ষরবৃত্ত-ছন্দ, এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রার সমতা রক্ষায় হয় মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে কখনো কখনো গান বাঁধার প্রয়োজনে মাত্রাবৃত্তে ব্যবহার করা হয়।

সংস্কৃত বর্নমালা অ,ই,উ, ঋ ও ঌ লঘুবর্ণ বা হ্রস্ব ধ্বনিসূচক। আ, ঈ,উ, এ ঐ ঔ ং ঃ প্রভৃতি গুরু বর্ণ বা দীর্ঘধ্বনি সূচক। সংযুক্ত অক্ষর যেমনঃ- ঈ, প্র, থ্য, র্ণ ইত্যাদির আগে যে সব লঘুবর্ণ থাকে, সেগুলো গুরু রূপে উচ্চারণ হয়। (অঙ্গ, বিপ্র, কথ্য, বর্ণ এখানে অধিক, বা দীর্ঘ ধ্বনি সূচক) প্রতিটি লঘুবর্ণ ১ মাত্রা, প্রতিটি গুরু বর্ণ ২ মাত্রা। গানে ঝোঁক পড়ে প্রতি গুরু বর্ণের প্রথম মাত্রায়। প্রতি চরনেই সমান সংখ্যক অক্ষ বা মাত্রায় সমবৃত্ত ছন্দ হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের সংস্কৃত ছন্দের গানগুলির ছন্দ নির্বাচন এমন ছিল যে তালের ঠেকার ছন্দ এড়িয়ে ভিন্ন রকমের ছন্দের সৌষ্ঠবে শ্রোতাকে আকর্ষন করে। ৭ মাত্রার ছন্দ হলেই সেটা তেওড়ার ছন্দ বা রূপক ছন্দে অনুগামী নয়। ১৬ মাত্রার হলেই হতে হবে ত্রিতাল বা মধ্যমান অথবা আড়া ঠেকার চললে তা নয়, ১৮ মাত্রার হলেই হতে হবে দাদরার ছন্দ তাও নয়। গানের মাধ্যমে কবি এই নিয়ম গুলোকে শ্রুতিগোচর করেছিলেন। সবকটি ছন্দই ছিল অক্ষরবৃত্ত, সমবৃত্ত ছন্দ, চরনে মাত্রা সংখ্যা সমান।

ছন্দের লক্ষন সংক্ষেপে লঘু অক্ষরকে 'না' চিহ্ন এবং গুরু অক্ষরকে 'তা' চিহ্ন ব্যবহার করেছেন।

১। ছন্দের নাম প্রিয়া। অক্ষর সংখ্যা ৫। ছন্দের সংখ্যা স ল গ অর্থাৎ

I	I	S	I	S
না	না	তা-	না	-তা

এতে লঘুবর্ণ=৩, গুরুবর্ণ = ২, মাত্রাবৃত্তে মোট মাত্রাসংখ্যা = ৩ x ১ +

২ x ২ =৭

প্রস্বন তীব্র ৩ ও ৬ মাত্রায়। কবির গান মাত্রার পর্বে সাজালে :

		x			x	
১	২	৩	৪।	৫।	৬	৭
ম	হু	য়া	০।	ব।	নে	০

২। ছন্দের নাম মধুমতী। অক্ষরসংখ্যা ৭। ছন্দের লক্ষন ন ন গ অর্থাৎ

I	I	I	I	I	I	I	S
না	না	না-	না	না	না	না -	তা

এতে লঘুবর্ণ-৬, গুরুবর্ণ, = ১, মাত্রাবৃত্তে মোট মাত্রা সংখ্যা = ৬ x ১ +

১ x ২ = ৮। প্রস্বন তীব্র শুধু ৭ মাত্রায়। কবির গান মাত্রার পর্বে সাজালে :

					x	
১	২	৩।	৪	৫	৬ ।৭	৮
ব	ন	কু।	সু	ম	ত ।নু	০

৩। ছন্দের নাম দীপকমালা। অক্ষর সংখ্যা ১০। ছন্দের লক্ষণ ত ম জ গ অর্থাৎ

S | | S S S | S । S

তা না না তা তা তা না তা না তা

এতে লঘুবর্ণ= ৪, গুরুবর্ণ=৬; মাত্রাবৃত্তে মোট মাত্রাসংখ্যা = ৪ চ ১ +
৬ X ২ = ১৬। প্রস্বন তীব্র ১,৫,৭,৯,১২ ও ১৫ মাত্রায়। কবির গান মাত্রার পর্বে : X

১ ২ ৩৪। ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০। ১১ ১২ ১৩ ১৪। ১৫ ১৬

দী ০ প ক। মা ০ লা ০ গাঁ ০। থ গাঁ ০ থ। সই ০

৪। ছন্দের নাম স্বাগতা। অক্ষর সংখ্যা ১১। ছন্দের লক্ষণ র ন ভ গ গ অর্থাৎ

S । S । । । S । । S S

তা না তা- না না না- তা না না - তা - তা

এতে লঘুবর্ণ = ৬, গুরুবর্ণ = ৫ ; মাত্রাবৃত্তে মোট মাত্রাসংখ্যা = ৬ X ১ +৫
X ২ = ১৬। প্রস্বন তীব্র ১, ৪, ৯, ১৩ ও ১৫ মাত্রায়। মাত্রার পর্বে কবির গান :

১ ২ ৩ ৪ ৫ । ৬ ৭ ৮ । ৯ ১০১১ ১২ । ১৩ ১৪। ১৫ ১৬

স্বা ০ গ তা ০। ক ন ক। চ ম্‌০ প ক । ব র্‌ ০ । না ০

৫। ছন্দের নাম মন্দাকিনী। অক্ষর সংখ্যা ১২। ছন্দের লক্ষণ ন ন র র অর্থাৎ

। । । । । । S । S S ।
S

না না না- না না না তা না তা- তা ন
তা

এতে লঘুবর্ণ= ৮, গুরুবর্ণ= ৪, ; মাত্রাবৃত্তে মোট মাত্রাসংখ্যা= ৮ X ১ + ৪ X ২
= ১৬। প্রস্বন তীব্র ৭,১০,১২ও ১৫ মাত্রায়। কবির গান মাত্রার পর্বে :

১ ২ ৩ ।৪ ৫ ৬ ।৭ ৮ ৯ ১০ ১১। ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬

জ ল ছ । ল ছ ল । এ ০ স ম ন্‌ ০। দা ০ কি নী ০

Dhaka University Institutional Repository

৬। ছন্দের নাম মণিমালা। অক্ষর সংখ্যা ১১। ছন্দের লক্ষণ ত য ত য

S S । । S S S S । । S
S

তা তা না- না তা তা- তা তা না- না তা
তা

এতে লঘুবর্ণ =৪, গুরুবর্ণ=৮; মাত্রাবৃত্তে মোট মাত্রাসংখ্যা = ৪ X ১ + ৮ X ২ =২০। প্রস্বন তীব্র ১,৩,৭,৯,১১,১৩,১৭ও ১৯ মাত্রায়। কবির গান পর্বে সাজালে :

X X X X X X X X

১ ২ ৩ ৪ ৫। ৬ ৭ ৮ ৯ ১০। ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫। ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০

মন্ ০জু ০ ম। ধু ছন্ ০ দা ০। নিত্ ০ তা ০ ত। ব সঙ্ ০ গী ০

৭। ছন্দের নাম রুচিরা। অক্ষর সংখ্যা১৩। ছন্দের লক্ষণ জ ভ স জ গ অর্থাৎ

। S । S । । । । S । S ।
S

না তা না তা না না- না না তা- না তা না-
তা

এতে লঘুবর্ণ = ৮, গুরুবর্ণ = ৫; মাত্রাবৃত্তে মোট সংখ্যা = ৮ চ ৫ চ ২ =১৮। প্রস্বন তীব্র ২,৫,১১,১৪ ও ১৭ মাত্রায়। কবির গান মাত্রার পর্বে সাজালে :

X X X X X X X X

১ ২ ৩ ৪। ৫ ৬ ৭ ৮। ৯ ১০ ১১ ১২। ১৩ ১৪ ১৫ ১৬। ১৭ ১৮

ভ মর ০ নূ। পুর ০ প রি। হি তা কৃষ্ ০। ণ কুন্ ০ ত। লা ০

Dhaka University Institutional Repository

৮। ছন্দের নাম মঞ্জুভাষিণী। অক্ষর সংখ্যা ১৩। ছন্দের লক্ষণ স জ স জ গ অর্থাৎ

। । S । S । । । S । S ।
S

না না তা- না তা না- না না তা- না তা না-
তা

এতে লঘুবর্ণ = ৮, গুরুবর্ণ = ৫; মাত্রাবৃত্তে মোট মাত্রা সংখ্যা =৮ চ ১ + ৫ চ ২ =১৮। প্রস্বন তীব্র ৩,৬,১১,১৪ ও ১৭ মাত্রায়। কবির গান মাত্রার পর্বে সাজালে :

X X X X X

১ ২ ৩ ৪ । ৫ ৬ ৭ ৮ । ৯ ১০ ১১ ১২ । ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ । ১৭ ১৮

আ জো ফাল্ ০। শু নে ০ ব। কু ল কিশু ০। শু কে র ব। নে ০

৯। ছন্দের নাম মত্তময়ূর। অক্ষর সংখ্যা ১৩। ছন্দের লক্ষণ ম ত য স গ অর্থাৎ

S S S S S । । S S । । S
S

তা তা তা- তা তা না- না তা তা- না না তা-
তা

এতে লঘুর্বণ = ৪, গুরুবর্ণ = ৯ ; মাত্রাবৃত্তে মোট মাত্রা সংখ্যা = ম X ১ + ৯ X ২ = ২২। প্রস্বন তীব্র ১,৩,৫,৭,৯,১৩,১৫,১৯ ও ২১ মাত্রায়। কবির গান পর্বে সাজালে :

X X X X X X X

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ । ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ । ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ । ১৭ ১৮

মত্ ০ তো ম য়ূ র। ছন্ ০ দে ০ না। চে কৃষ্ ০ ণো ০ প্রে মা

X X

১৯ ২০ । ২১ ২২

নন্ ০ । দে ০

১০। ছন্দের নাম চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাত। অক্ষর সংখ্যা ২৭। ছন্দের লক্ষণ প্রথমে দুটি ন গণ তৎপরে ৭টি র গণ অর্থাৎ

। । । । । । S । S S । S

S

। S S । S S । S

এতে লঘুবর্ণ = ১৩, গুরুবর্ণ =১৪, মাত্রাবৃত্তে মোট মাত্রা সংখ্যা = ১৩X ১ + ১৪X ২ = ৪১।

প্রস্বন তীব্র ৭,১০,১২,১৫,১৭,২০,২২,২৫,২৭,৩০,৩২,৩৫,৩৭ ও ৪০ মাত্রায়। কবির গান পর্বে সাজালে :

X X X X

১ ২ ৩ । ৪ ৫ ৬ । ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ । ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ।

তা র কা। নূ পু রে। নীল্ ০ ন ভে ০। ছন্ ০ দ শো ন্।

X X X X X X

১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ।২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬। ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১।

ছন্ ০ দি তা র। সৃষ্ ০ টি ময় ০। বৃষ্ ০ টি হয় ০।

X X X X

৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ । ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১

নৃত্ ০ ত সেই ০। নন্ ০ দি তা ও

(সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষ- ৩৭, প্রথম সংখ্যা, কার্তিক ১৪০০
সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পৃষ্ঠা ঃ ৯০-৯৪)

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলকৃত মা' আরিফুন্নাগমাতের অনুবাদ

ভরত মুনির 'নাট্যশাস্ত্র' শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীত রত্নাকর' অহোবলের 'সঙ্গীত পারিজাত' ইত্যাদি গ্রন্থ গুলো যেমন ঐতিহাসিক ঠিক তেমনি রাজা নবাব আলী খানের মা'রিফুন্নাগমাত' নজরুলের সমসাময়িক কালের তুলনামূলক আলোচ্য গ্রন্থগুলির অন্যতম সঙ্গীতগ্রন্থ। নবাব আলী তৎকালীন শ্রেষ্ঠ কলাকারদের কাছ থেকে সঙ্গীত শিক্ষা ও সঙ্গীত সংগ্রহে পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। এটি একটি উর্দুগ্রন্থ, এটি পড়ার জন্যে নজরুল নিজে উর্দু ভাষা শিখেছিলেন। ফারসী, আরবী ও হিন্দীতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন।

নজরুল এর ভাবানুবাদ করেছিলেন। 'মা' আরিফুন্নাগমাত তিন খন্ডে প্রকাশিত হয়েছিল, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ডে ধ্রুপদ ধামার সংকলিত হয়েছে। প্রথম খন্ডে মূলত উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত নিয়েই আলোচনা। তালাধ্যায়ে দক্ষিন ভারতীয় তালের মাত্রা ও বিভাজন নির্দেশ করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে স্বর ও শ্রুতি, দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাগ রাগিনী, ও তৃতীয় অধ্যায়ে তাল ও ছন্দ নিয়ে আলোচনা আছে। এ গ্রন্থে রয়েছে জয়পুরের মোহাম্মদ আলী খান সহ ঐ সময়ের বিশিষ্ট উস্তাদদের বন্দিশ, প্রচলিত, অর্ধপ্রচলিত রাগের শাস্ত্রীয় পরিচয়, প্রাচীন শাস্ত্র, ঐতিহাসিক পর্যালোচনা, সাঙ্গীতিক পরিভাষা ধ্রুপদ, খেয়াল, সাদরা, লক্ষন গীত, সার্গাম গীত তালের পরিচয় ইত্যাদি। মূলগ্রন্থটি ছিল উর্দুতে, হিন্দীতে অনুবাদ করেন ডঃ বিশ্বম্ভর নাথ ভাট। ত্রিশের শেষের দিকে বাংলায় প্রথম অনুবাদ করেন কবি নজরুল ইসলামই । নজরুলের ভাবানুবাদ ছিল অত্যন্ত প্রাঞ্জল। তথ্যবহুল, সংক্ষিপ্ত ও সাহিত্যগুণ সম্পন্ন।

নজরুলের একটি বাঁধানো খাতায় কবি 'সুর ও শ্রুতি' অংশটি একটি মূল্যবান ভাবানুবাদ করেন। হিন্দীতে এর নাম ছিল 'স্বর ঔর শ্রুতি' । অনেকেই এই পান্ডুলিপিকে কবির মৌলিক রচনা ভেবে ছিলেন পরে ভুল ভাঙ্গে। এখানে কবি দেড় শতাধিক রাগের লক্ষণ গীত, আরোহন, অবরোহণ, চলন, বাদী সমবাদী, জাতি সহ তুলনামূলক মন্তব্যও তুলে ধরেন। তাছাড়াও স্বরাধ্যায়-শ্রুতি,

স্বরস্তান, সংগা, অলংকার , উত্তরভারতীয় তাল নিয়ে আলোচনা, সঙ্গীতকলানিধি বিভিন্ন বিষয়ের তুলনামূলক আলোচনা।

Dhaka University Institutional Repository

রাগাধ্যায়ে : ইমন (কল্যান), বিলাবল (শংকরাভরন) ভৈরব (গৌড় মালব) ইত্যাদি বেশ কিছু রাগের নাম এবং দক্ষিন ভারতীয় মেলাগুলির নামও এই গ্রন্থে উল্লেখ্য।

তালাধ্যায়ে : তালের বর্ণনা, জাতি তাল, ৩৫ প্রকার তাল। সংগা, সঙ্গীত রত্নাকরের ১২১ রকম তাল, সঙ্গীত মকরন্দের ৭ প্রকার তাল, পাশাপাশি উত্তর ভারতীয় তালের উল্লেখ আছে।

এই বিশাল গ্রন্থের পান্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সম্পুর্ন অনুবাদকের, যাতে রয়েছে সঙ্গীতের তাত্ত্বিক দিক, ইতিহাস নিয়ে অসাধারণ আলোচনা । মূলগ্রন্থটি ছিল সংস্কৃত ভাষায়। তার নাম 'লক্ষ্য সঙ্গীত' এর অর্থ, যে সঙ্গীত বর্তমানে প্রচলিত।

এটি কাজী নজরুলের একটি সার্থক ভাবানুবাদ; প্রতিটি বাংলা ভাষাভাষিদের বিশেষ উপকারে এসেছে এবং সহজ করে তুলেছে বাংলা সঙ্গীতের ভান্ডারকে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

নজরুলের আধুনিক গানের সুর

আধুনিক শব্দের অর্থ অধুনা। নজরুলের আধুনিক বা প্রেম প্রকৃতির গানের ভান্ডার অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এই প্রেম প্রকৃতির গানকে নজরুল আধুনিক আবার কোথাও কোথাও মডার্ন বলে উল্লেখ করেছেন। তার এই গানকে কোন কালের আবর্তে বেঁধে রাখা যায় না। সর্বকালের সর্বযুগের সামাজিক ও ব্যক্তি জীবনের বিচিত্র উপজীব্যকে অবলম্বন করে বাণী ও সুরের অপূর্ব মিলন ঘটিয়ে যে সঙ্গীত তাকেই প্রেম সঙ্গীত বলা যায়।

আধুনিক বা প্রেম প্রকৃতির গানকে কেউ কেউ কাব্য গীতি বলে থাকেন। কাব্য ছাড়াতো কোন গানই হয় না- তাই শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে কাব্যগীতি কথাটি প্রযোজ্য নয়। নজরুলের গানের একটি বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে প্রেম প্রকৃতির গান। তাঁর গানে পাওয়া যায় কামনা, বাসনা, নর নারীর মিলন বিরহ, হাসি, কান্না, সুখ, দুঃখের মিলন।

কাজী নজরুলের প্রেম প্রকৃতির গানের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ ঃ-

১। বাণী ও সুরের আবেদন একে অপরের পরিপূরক,

২। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের কঠোর নিয়ম কানুন মেনে চলা আবশ্যক নয়।

৩। বানী ও ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুর তাল প্রযুক্ত হয়ে থাকে,

৪। মানবীয় প্রেম, বিরহ, আনন্দ, বেদনা, চিন্তা চেতনার উপলব্দিতে পার্থিব ও ইহজগতের।

৫। সকল শ্রেনীর মানুষের কাছে এই গান সহজ বোধ্য।

৬। অতিসাধারণ বাণীর সাথে সাথে সঙ্গীতে রস মিশ্রিত হয়েই এই গানের রূপ পরিগ্রহ হয়।

৭। পদবাহিত ভাবকে মূর্ত করে তোলাই এর প্রধান কাজ এবং তা করেতোলে সুর সংযোজনার মাধ্যমে।

কাজী নজরুলের প্রেম প্রকৃতির গান আমাদের আধুনিক গানের ভান্ডারে এক ঐশ্বর্যময় সংযোজনা, তাঁকে সংস্কারকও বলা যায়, একজন পথ প্রদর্শকও বটে কারন তাঁর গানের সুর বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য

Dhaka University Institutional Repository

একটি লক্ষণীয় বিষয় এবং গানের কাব্যিক রস ও মূল্যবোধ একান্তই এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছেন।

বাংলা গানের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় যে এক সময় বাংলাগান একটি নিজস্ব আত্মবলয়ে ঘুরপাক খাচ্ছিল যা যুগের চাহিদা বা শ্রোতা কুলের চাহিদা মূল্যায়নে ব্যর্থ হচ্ছিল। তখন নজরুল তাঁর আপন মহিমা গুণে সেই অচল, স্থির, স্থবির অবস্থা থেকে বাংলা গানকে সুর ও কাব্য বৈচিত্র্য যুগিয়ে কোথাও কোথাও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আশ্রয় নিয়ে বাংলা গানের প্রান সঞ্চার করেছিলেন।

তাঁর রচিতও সুরারোপিত উল্লেখযোগ্য কিছু প্রেম প্রকৃতির গান নিম্নে দেয়া হলো।

১। 'অনেক ছিল বলার যদি সেদিন ভালোবাসতে' সুরকার কাজী নজরুল। তাল কাহারবা।

২। 'আজ শ্রাবণের লঘুমেঘের সাথে' সুর কাজী নজরুল তাল- দাদ্‌রা।

৩। 'আজ সকালে সূর্য ওঠা সফল হল মম' সুরকার কাজী নজরুল তাল-দাদরা, রাগ-মিশ্র ভৈরব।

৪। 'আমার আছে এই ক'খানি গান';সুরকার কাজী নজরুল। তাল- কাহারবা।

৫। 'আমার কথা লুকিয়ে থাকে আমার গানের আড়ালে';সুরকার কাজী নজরুল। তাল- কাহারবা।

৬। 'আমি প্রভাতী তারা পূর্বাচলে';সুরকার- কাজী নজরুল। তাল- কাহারবা। রাগ- ভৈরবী মিশ্র।

৭। 'এল ঐ পূর্ণ শশী ফুল জাগানো' সুরকার- কাজী নজরুল। তাল- দাদ্‌রা, রাগ ভীমপলেশ্রী মিশ্র।

৮। 'এস বঁধু ফিরে এসো ভোলো ভোলো অভিমান' সুরকার কাজী নজরুল। তাল- দাদ্‌রা। নজরুল নির্দেশিত রাগ- ইমন মিশ্র।

৯। 'ওগো প্রিয়া তব গান আকাশ গাঙে জোয়ার';সুরকার কাজী নজরুল, তাল- কাহারবা।

১০। 'কত আর মন্দির দ্বার, হে প্রিয়, রাখিব খুলি';সুরকার নজরুল। তাল- কাহারবা। রাগ- ভীমপলেশ্রী

Dhaka University Institutional Repository

১১। 'কথা কও, কও কথা, থাকিও না চুপ করে'; সুরকার কাজী নজরুল । তাল- দাদ্‌রা। গানটি 'অতনুর দেশ' গীতিনাট্যের গান।

১২। 'জানি জানি তুমি আসিবে ফিরে';সুরকার কাজী নজরুল । তাল- কাহারবা।

১৩। 'তুমি আমায় যবে জাগাও গুণী '; সুরকার কাজী নজরুল । তাল- দাদ্‌রা।

কাজী নজরুলের নিজের সুর করা ২/১ খানি গানের পর্যালোচনা করা হলো ঃ

তাঁর রচিত বিখ্যাত গান -

"আমি প্রভাতী তারা পূর্বাচলে
আশা প্রদীপ আমি নিশির শীশ মহলে"

এই গানটি কাহারবা তালে গীত। ভোরের তারা পূব আকাশে দিন সূচনার নির্দেশ দেয়। কবি তাই দিবা প্রথম ভাগে রাগ, ভৈরবী ব্যবহার করেছেন এই গানে। স্থায়ী অংশটি বাণীকে যথার্থ রূপ বর্ণনা করেছে। নজরুল একাধারে গীতিকার ও সুরকার এবং শিল্পীও বটে। রাগ ভৈরবীতে যে স্বরবিন্যাস ব্যবহার করা হয় তা অন্যান্য রাগের তুলনায় ভিন্ন। এই রাগে সপ্তকের বারোটি স্বরই ব্যবহার করা যায়। এ রাগে সাধারনত টপ্পা,ঠুমরী,দাদ্‌রা, সাদ্‌রা ইত্যাদি হালকা অঙ্গের গান রচিত হয়ে থাকে। গানটির অন্তরা অংশে "রাতের কপোলে আমি ছল ছল অশ্রু জল"। এই চরনেও ভৈরবীর সুর মিশে আছে। আবার 'অশ্রু' শব্দের আরোহণ গতিতে শুদ্ধ ধৈবতের ব্যবহার রাগের স্বরূপ প্রকাশ পায় আবার দ্বিতীয় ছত্রে "আমি ধরনীতে হিমকনা টলমল নব দুর্বাদলে এই অংশে 'ধরনীতে হিমকনা' এই দুটি শব্দে একইভাবে শুদ্ধ রেখার ব্যবহার, আবার পর পরই টলমল' শব্দে কোমল রেখার ও 'দুর্বাদলে' কোমল রেখার 'জ্ঞমজ্ঞ' ঋসা এই স্বরবিন্যাস ভৈরবী রাগের সার্থক প্রষ্ফুটিত হয়। অন্তরা অংশের বাণীতেও ভোরের আগমনের আভাস সুস্পষ্ট। সঞ্চারী অংশে-

"নব অরুনোদয়ের আমি ইঙ্গিত
বিহগ কণ্ঠে আমি জাগাই শুভ সঙ্গীত"

ভোরের পাখিরা সকালের সূর্যউঠার যে পূর্বাভাস পায়, সেও যেন ভৈরবী সুরে। বানী ও সুরের অপূর্ব সংমিশ্রণে সুরের আবেগ প্রতীয়মান হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর রচিত সুরারোপিত আরেকটি আধুনিক গান-

"দিনগুলি মোর পদ্মেরই দল
যায় ভেসে যায় কালের স্রোতে
ওগো সুদূর ওগো বিধুর
তোমার সাগর তীর্থ পথে"

এই গানটি দ্রুতদাদ্‌রা তালে রচিত এবং ইমন-কল্যান রাগে গীত। ইমন ও ইমন-কল্যান রাগে শুধু মধ্যমের ব্যবহারের দ্বারাই পৃথক করা সম্ভব। অবরোহণে শুদ্ধ মধ্যমের ব্যবহারেই ইমন-কল্যান ফুটে ওঠে। গান্ধারের আন্দোলনের মধ্যমে এই শুদ্ধ মধ্যম ব্যবহার করা হয়। আলোচ্য গানটি রাগের কাঠামোগত দিক থেকে ইমন-কল্যান রাগের আশ্রয়ে রচিত গান -

"আজ সকালে সূর্যওঠা সফল হ'ল মম
ঘরে এসে ফিরে পরবাসী প্রিয়তম"

এই গানটির সুরকারও কবি নিজেই। দাদ্‌রা তালে গীত হয়েছে গানটি।স্থায়ী অংশে ভৈরবী রাগের সুর সংযোজন হয়েছে। ভৈরবী রাগ একটি মিশ্র প্রকৃতির রাগ। এই রাগে ঋষভ, গান্ধার, ধৈবত ও নিখাদ কোমল।

স্থায়ীঅংশের কাব্যিক দিক লক্ষ্য করলে দেখা যায় পরবাসী প্রিয়তম ঘরে ফিরে আসার ফলে প্রিয়তমের মনে আনন্দের নহর বয়ে যাচ্ছে। ভৈরবী রাগে সকালের আমেজ ফুটে ওঠে। ভৈরবীর সঙ্গে ভৈরবও কিছুটা মিশে যেতে দেখা যায়। ভৈরবে ঋষভ ও ধৈবত কোমল। আবার আভোগে ভৈরবীর মিলন ঘটেছে। এই গানে বাণী ও ভাবব্যঞ্জনা একে অপরের পরিপূরক। ভৈরবী রাগের এই গানটি কবি নজরুলের একখানি সার্থক সৃষ্টি।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বিভিন্ন ধর্মীয় ঐতিহ্যের গান

কাজী নজরুল ইসলামের ধর্মীয় সঙ্গীতকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

১। ইসলামী ঐতিহ্যানুসারী ধর্মীয়সঙ্গীত।

২। হিন্দু ধর্মীয়সঙ্গীত

৩। সর্বজনীন ভক্তিগীতি

ইসলামী ঐতিহ্যানুসারী ধর্মীয়সঙ্গীত ঃ ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয় অবলম্বন করে নজরুল প্রায় দুই শতাধিক গান রচনা করেন। তাতে স্থান পেয়েছে হামদ, নাত, প্রিয় নবী করিমের আবির্ভাব, নবীজীর তিরোভাব, আল্লাহ-রাসুল উভয়ের প্রসঙ্গ, ঈদ, রমজান, কাবা ও হজ, আজান, মসজিদ, নামাজ, মোহর্‌রম (মার্সিয়া), ফাতেমা, আরব, মক্কা, মদীনা, জাকাত, ঈমান, ইত্যাদি।

স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতায়ালাকে উপলক্ষ্য করে যে গুণকীর্তন তাকেই হামদ বলে। তাঁর সুরারোপিত হাম্‌দ ঃ

"আল্লাহজী গো আমি বুঝি না যে তোমার খেলা
তাই দুঃখ পেলে ভাবি বুঝি হানিলে হেলা"

ঈমানের গান কবি নিজস্ব সুরে ঃ

"আল্লাতে যার পুর্ণ ঈমান কোথাও সে মুসলমান"

নবীজীর আবির্ভাবের গান ঃ

"ইসলামের ঐ সওদা ল'য়ে
এলো নবীন সওদাগর"
'ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলরে দুনিয়ায়'

সুরকার কাজী নজরুল, তাল- কাহারবা, রাগ সিন্ধু ভৈরবী। গানটিতে আরবী লোক সুর মিশে আছে। আল্লাহ্ ও রসুলের উভয়ের প্রসঙ্গে নজরুলের নিজস্ব সুরারোপে গান যেমন-

"ভোর হোল ওঠ জাগ মুসাফির

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ রাসুল বোল"

গানটি কাহারবা তালে গাওয়া হয়।

ইসলামী ধর্মালম্বীদের একটি বড় উৎসব ঈদ। ঈদ উপলক্ষে তার সুরারোপিত গান "ঈদমোবারক ঈদমোবারক ঈদমোবারক হো" গানটির বুলেটিনটিতে নজরুলের সুর লিখিত আছে। আরেকটি গান- 'নাই হলো মা বসন ভূষন এই ঈদে আমার' তাল- কাহারবা।

আরবকে নিয়ে তার সুরারোপিত গান

'দূর আরবের স্বপন দেখি

বাংলাদেশের কুটির হতে'

গানটি দাদরা তালে গীত হয়।

মদীনাকে নিয়ে তাঁর সুরে গান -

"ওরে ও মদীনা বলতে পারিস

কোন সে পথে তোর"

তাল- দ্রুতদাদরা। গানটিতে মদীনার ধুলামাটির এক অপূর্ব চিত্র ফুটে উঠেছে।

কাজী নজরুলের সুরে মসজিদ উপলক্ষে বিখ্যাত গান

"মসজিদেরই পাশে আমার

কবর দিও ভাই"

তাল- কাহারবা, ভৈরবী সুরের মিশ্রণে গানটি রচিত।

২। **হিন্দু ধর্মীয়সঙ্গীত** ঃ এই পর্যায়ে রচিত গানের সংখ্যাও প্রচুর। এই বিষয়ে তিনি বিভিন্ন আঙ্গিকের গান রচনা করেন যেমনঃ শ্যামাসঙ্গীত (যা মা কালী প্রসঙ্গে গান), দুর্গা বিষয়ক গান, আগমনী গান, শিবসঙ্গীত, ভজন (কৃষ্ণ প্রসঙ্গে গান), কীর্তন (রাধা ও কৃষ্ণে প্রেম কাহিনী ভিত্তিক) ইত্যাদি।

কাজী নজরুলের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি শ্যামা সঙ্গীত যেমনঃ 'আমার শ্যামা মায়ের কোলে বলে' 'আমার যারা দেয় মা ব্যথা' 'নাচে নাচে রে মোর কালো মেয়ে' ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

কীর্তনাঙ্গে তাঁর নিজের সুরে করা গান 'তুমি যদি বাঁধা হতে শ্যামা " "(সখি) তখন আমার বালিকা বয়স" তাঁর সুরে কয়েকটি ভজন " নীল যমুনা সলিল কান্তি চিকন ঘনশ্যাম" তাল- দাদরা,

"ব্রজের গোপাল নাচে, নাচেরে"

" ব্রজে আবার আসিবে ফিরে", "মোর শ্যাম সুন্দর এস " প্রভৃতি। তার সুরে হিন্দি ভজন-

"তুম হো মেরে মনকে মোহন

ম্যায় হু প্রেম অভিলাসী"

দুর্গা বিষয়ক তার সুরের গান- "এলোরে এল ঐ রণরঙ্গিনী শ্রীচন্ডী"।

নজরুলের নিজের সুরে তার বিখ্যাত শ্যাম সঙ্গীতঃ

"শ্মশানে জাগিছে শ্যামা

অন্তিমে সন্তানে নিতে কোলে" ।

রাগ কৌশিক, তাল- ত্রিতাল। এই রাগ আশাবরী ঠাটের মতই, জাতি-খাড়ব- সম্পূর্ণ, বাদী মধ্যম, এই রাগে মালকোশের অঙ্গ বেশী দেখা যায় এবং যেখানে পঞ্চম লাগানো হয়, সেখানেই ধানেশ্রীর অঙ্গ ফুটে উঠে। এই রাগের আরোহী- ণ্ সা জ্ঞা মা পা মা, দা ণা র্সা । অবরোহী র্সা ণা দা মা, পা মা, জ্ঞা রা সা । গানটির শুরুতে মুদারার সা থেকে তার র্সা এই সমন্বয়ে একটি ভাবগাম্ভির্য বৃদ্ধি পেয়েছে, গানটি ত্রিতালের ফাঁক থেকে শুরু হয়ে 'শ্যামা' র 'মা' তে সোম পড়েছে গানটির বাণী এবং রাগ নির্বাচন , তাল নির্বাচন গানটিকে শক্তিশালী করে তুলেছে এবং করুণ চিত্র অংকন করেছেন।

৩। **ভক্তিগীতি (সর্বজনীন) ঃ** মুসলমান বা হিন্দুধর্ম ছাড়াও তিনি এমন কিছু গান রচনা করেছেন যা হিন্দু, মুসলমান , বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সবধর্মের মানুষের মনে প্রভাব ফেলে।

যেমন- " জগতের নাথ তুমি, তুমি প্রভু প্রেমময়"

আবার যেমন- "ওগো অন্তরর্যামী ভক্তের শোন নিবেদন

যেন থাকে নিশিদিন তোমার সেবায়

মোর তনু প্রান মন"

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

নজরুলের পল্লীসুরের গান

পল্লীসুর বাঙালীর প্রাণের সুর। এর রচনার জন্যে কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। অতি প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা সঙ্গীতে এর স্থান নির্দিষ্ট করা আছে। নজরুলের অন্তরেও সেই পল্লীসুরের তার যেন নির্দিষ্ট সুরে বাঁধাই ছিল। আপনা থেকেই সেই সুর প্রকাশ পেয়ে গেছে।

নজরুল এই উপমহাদেশের বহু অঞ্চল ঘুরেছেন। দিল্লী, আগ্রা, এলাহাবাদ, পশ্চিমবঙ্গের আনাচে কানাচে বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে হাটে, ঘাটে,মাঠে এসব সুরের ধ্বনি তার কর্ণে প্রবেশ করা মাত্রই তিনি সেই সুরের অনুসরণে গান রচনা করে ফেলতেন নিমিষে। কিন্তু তাতে থাকতো স্বাতন্ত্র্য ও ব্যতিক্রমী ভাব ও চিন্তা-চেতনা। তার গানের কাব্যরসের সাথে মিশে থাকতো তার নিজস্ব ভাব ও চিন্তা-চেতনার সামঞ্জস্য। তাই সুর অন্যত্র থেকে গৃহীত হলেও তা নতুনই লাগত। বাণীর সঙ্গে সুরের অপূর্ব সামঞ্জস্যতার জন্যেই তা আলাদা সার্থকতা পেতো।

তাঁর রচিত পল্লীগীতির সংখ্যা প্রচুর । দুশো আড়াইশোর মত। তাঁর রচিত পল্লীগীতিতে বেশ কিছু আঙ্গিকের গানের সন্ধান পাওয়া যায় যেমনঃ বাউল, ভাটিয়ালী, কাজরী, ঝুমুর, ভাওয়াইয়া ইত্যাদি। তবে ভাটিয়ালী আর ঝুমুরের সংখ্যাই বেশী। ভাটিয়ালী নদীমাতৃক বাংলার জলপথের পানি আর ঝুমুর বাংলা বিহারের সীমান্ত এলাকার সাঁওতাল অধিবাসীদের মুখের গান দুটি দুই ধারার গান, রসের পার্থক্যও রয়েছে।

কবি নজরুলের নিজের সুরে ২/১ খানি ভাটিয়ালী গান ঃ

"গাঙ্গে জোয়ার এলো ফিরে ,তুমি এলে কই"

"ও বাঁশের বাঁশীরে"

"আমি ময়নামতি শাড়ী দেবো"

"ও বন্ধু দেখলে তোমায় বুকের মাঝে,জোয়ার ভাঁটা খেলে"

এই গানটিকে লোকগীতি আঙ্গিকেরও বলা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

পল্লীগ্রামে লোকজ প্রভাব সম্পূর্ণ বিদ্যমান থেকেও কোথায় যেন আধুনিকতার ছোঁয়া পাওয়া যায়। নজরুলের পল্লীসুরের সকল গানেরই আলাদা স্বাতন্ত্র্য পাওয়া যায়- যেমন এ গানটির "দেখলে তোমার বুকের মাঝে"এই অংশের 'তো'-'মার' অংশ থেকে র্রা র্সা না, র্সা না ধা, না ধা পা, ধা পা মা, এমন এক স্বরসমন্বয়ের ব্যবহার করছেন যা শ্রুতিগোচর হলে মনে হয় যেন একটি ঝর্নাধারা নেমে আসছে আবার "জোয়ার" "য়ার" অংশে র্সা-গা স্বরসমন্বয় এক বহতা নদীর ভাব্ ফুটে উঠেছে।

সঞ্চারীর প্রথম অংশে" আমার পাড়ায় বন্ধু তোমার" অংশে "পাড়ায়", "ড়ায়" অংশে ণা্-ধা্-ণা্ স্বর সমন্বয় অত্যন্ত শ্রুতিমধুর এবং নতুনত্ব এনেছে গানটিতে। শেষ অন্তরার অংশের সঙ্গে প্রথম অন্তরার মিল রয়েছে।

কাজী নজরুলের ভাওয়াইয়া গান খুব বেশী নয়। আব্বাসউদ্দীন তাঁর "কাজীদার কথায়" উল্লেখ করেছেন যে -

"একদিন রিহার্সল রুমে বসে একাকী আমাদের দেশের একখানা পল্লীগান ভাওয়াইয়া গাইছিলাম। কাজীদা কখন এসে যে দরজায় চুপ করে শুনছিলেন টের পায়নি। গান শেষকরামাত্র তিনি ঢুকে বললেন 'আহ্ কী সুন্দর ! কি মিষ্টি সুর! আব্বাস, গাও আর একবার, গাও তো' আমি গাইলাম ঃ

"নদীর নাম সই কচুয়া
মাছ মারে মাছুয়া
মুই নারী দি চোঙ ছ্যাকা পাড়াই"

কাজীদা বললেন গাও। পাঁচ ছ বার গাইলাম। তিনি বললেন, আচ্ছা চুপ করে বসো'। তিনি কাগজ কলম নিয়ে গান লিখতে বসলেন,

১০ মিনিট পরে কাগজখানা এগিয়ে দিয়ে বললেন দেখোতো তোমার সুরের সাথে আমার এ গান ঠিক মিলে যায়নি; আমি তার লেখা গাইলামঃ

"নদীর নাম সই অঞ্জনা
নাচে তীরে খঞ্জনা
পাখী সে নয় নাচে কালো আঁখি"

Dhaka University Institutional Repository

(সুধিজনের দৃষ্টিতে "নজরুল সংগীত" সম্পাদনা আসাদুল হক, "কাজীদার কথা" প্রবন্ধের লেখক আব্বাসউদ্দীন আহমদ পৃ ঃ ২৫-২৬)

এর পরও তিনি বেশ কিছু ভাওয়াইয়া গান রচনা করেন। যেমন

"পদ্মদীঘির ধারে ধারে ঐ "

"কুচবরন কন্যারে তার মেঘবরন কেশ
আমার নিয়ে যাওরে নদী সেই কন্যার দেশ"

সাঁওতালী সুরের প্রভাবে রচনা করেন ঝুমুর গান -

"ঝুমুর নাচে ডুমুর গাছে" সুর কাজী নজরুলের ।

তাঁর রচিত বিখ্যাত গান

" কে দিল খোপাতে ধুতরা ফুল গো"

এই গানটিতে কথা ও সুরের অপূর্ব সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। লক্ষ্য করলে দেখা যায় ঝুমুর অংগের গানগুলোতে একটি নির্দিষ্ট সুরের কাঠামোতে এর ওঠানামা থাকে, এই গানটিতেও ঠিক তেমনি। রাগ দুর্গার সঙ্গে মিল পাওয়া যায়- রাগ দুর্গার আরোহ- সা রা মা পা ধা র্সা, অবরোহ র্সা ধা পা মা রা সা, ঝুমুরঅঙ্গের গানে দ্রুতদাদরা তালের ব্যবহার করা হয়ে থাকে, সুরের কাঠামো এবং এই দ্রুতদাদরা তালের সমন্বয়েই ঝুমুরঅঙ্গের গান তার আপন স্বকীয়তা অর্জন করেছে।

সাঁওতালী সুরে কবি নজরুলের আরেকখানি উল্লেখযোগ্য গান -

"তেপান্তরের মাঠে বধু হে একা বসে থাকি
তুমি যেপথ দিয়ে গেছ চলে
তারি ধূলা মাখি' হে "

কাজরী ঃ বীরভুম, বাঁকুড়া ইত্যাদি জায়গায় টুসু, ভাদু প্রভৃতি দেব-দেবীকে উপলক্ষ করে গান রচিত হওয়ার প্রচলন আছে। তেমনি উত্তর প্রদেশে 'কাজলী' দেবীর পূজাকে কেন্দ্র করে যে গান রচিত হয় তাকেই কাজলী বা কাজরী বলে। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা তৃতীয়াতে কাজলী দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয় এতে মহিলাদের স্থান বেশী পায়। এই উপলক্ষে তারা নতুন বস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

সৃঙ্গার রসাত্মক ভাষায় কাজলী দেবীর গান সারারাতব্যাপি গেয়ে থাকেন। এই দিনে ভাই বা ভাই সমতুল্যজনকে হাতে রাখী বাঁধে। এই অনুষ্ঠানে হিন্দু-মুসলমান সকলেই অংশগ্রহন করতে পারে। নজরুলের দেহাতী সুরের কাজরী গান - কাজরী গাহিয়া এসো গোপ ললনা।

বাউল ঃ গেরুয়া পোশাকে সু-সজ্জিত হয়ে একতারা হাতে বাউলের মুখে যে গান তাই বাউল গান। এই বাউল গানে সাধারণত খোল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সুরের কাঠামো হয় দীর্ঘ টানা প্রকৃতির। তাঁর রচিত বাউল গান প্রচলিত বাউল সুরের -

"আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল, আমার দেউল,
আমারি এই আপন দেহ।
আমার এ প্রানের ঠাকুর নহে সুদুর অন্তরে মন্দির-গেহ"

প্রচলিত পল্লীসুরে সাপুড়িয়াদের গান -

"সাপুড়িয়ারে বাজাও বাজাও সাপ খেলার বাঁশী"

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

মিশ্রসুরের গান

কাজী নজরুল ইসলামের খেয়ালী কবিচিত্ত শুধু সুরের অন্বেষনে, সুরের নেশায় মত্ত ছিল। তাঁর প্রমাণ তাঁর গজল। তিনি গজল রচনা করেছিলেন পারসিক গজলের আদর্শে । বাংলা গানের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করার ব্যপারে পারস্যই তাঁর প্রেরণার একমাত্র উৎস ছিল না। তিনি অন্যান্য দেশের সুরের আদলে রচনা করেছিলেন প্রচুর গান। আরবী সুরে তাঁর একাধিক গান রয়েছে। জীপসিদের সুরেও গান রয়েছে; কিউবান সুরের আদলেও গান রচনা করেছেন । তিনি সচেতন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই নানা দেশের সুরভঙ্গির সংযোজনার দ্বারা বাংলাগানের ভান্ডারটিকে পরিপুষ্ট করেছিলেন।

কলকাতার আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে মিশরীয় নর্তকী মিস ফরিদার নৃত্যসহ একটি উর্দু গজল পরিবেশন করেন, গানের কথা ছিল -

> "কিস্ কি খায়রো ম্যয়ঁ সাজনে,
> কবরো মে দিল - হিলা দিয়া"

এই গানের সুরকে উৎস করে কবি রচনা করেন -

> "আসে বসন্ত ফুল বনে
> সাজে বনভূমি সুন্দরী "

গানটির তাল দাদরা, রাগ ভীমপলেশ্রী , গানটি রচনা করেন ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩ সালে।

কাজী নজরুলের ' দূর দ্বীপবাসিনী ' গানটির সম্পর্কে "সুধিজনের দৃষ্টিতে নজরুলসঙ্গীত" বইটি থেকে সুখময় মুখোপধ্যায়ের "কবি নজরুল ঃ কয়েকটি তথ্য" প্রবন্ধ থেকে একটি অংশ তুলে দেয়া হলো ।

Dhaka University Institutional Repository

'দূর দ্বীপবাসিনী' গানটির সূচনা হয়েছিল কলকাতার মেট্রো সিনেমার একটি ইংরেজী ছবি দেখার সময়। এতে একটি হাওয়াইন সুরের গান ছিল, নজরুল এ সুরে 'দূর দ্বীপ বাসিনী'র প্রথম কয়েকটি ছত্র রচনা করেন।কিন্তু ছবিটি শেষ হয়ে যাবার ফলে গানটি দ্বিতীয়বার শোনা ও নিজের গান সম্পূর্ণ করা কবির পক্ষে সম্ভব হয়নি। এতে কবি খুবই হতাশ হয়ে পড়েন অবশেষে কিউবায় নির্মিত একটি স্প্যানিশ গানের রেকর্ড পাওয়া যায় । ঐ স্প্যানিশ গানের সুর হুবহু পূর্বোক্ত হাওয়াইন গানটির সুরের মত। এই সুরটি পেয়ে নজরুল 'দূর দ্বীপবাসিনী' গান সম্পূর্ণ করেন। ' প্রশান্ত সাগরে তুফানে ও ঝড়ে' চরণটির মধ্যদিয়ে কবি জানিয়ে দেন যে, গানটির সুর হাওয়াইন (হাওয়াই প্রশান্ত সাগরে অবস্থিত)"। এই গানটি রেকর্ড করার সময় অনেক নতুন নতুন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করেছেন।

গানটির কথা 'দূর দ্বীপবাসিনী চিনি তোমারে চিনি
দারুচিনির দেশের তুমি বিদেশিনী গো সুমন্দভাষিনী "

স্বরলিপির সঙ্গে সুর সংযোজিত করে গানটি গাওয়ার সময় এক ভিন্ন আমেজের সৃষ্টি হয়।

তাঁর রচিত আরবী সুরের আদলে গান -

"চমকে চমকে - ধীর ভীরু পায়
পল্লী বালিকা বনপথে যায়
একেলা বন পথে যায়"

আরেকটি আরবী সুরের গান -

"শুকনো পাতায় নুপুর বাজে
নাচিছে' ঘুর্নি বায়
জল তরঙ্গ ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি ঢেউ তুলে সে যায়"

মিশরীয় সুরের গান -

"মোমের পুতুল মমীর দেশের মেয়ে
নেচে যায় বিহ্বল চঞ্চল পায় "

মরিশ মেলডির আমেজের গান -

Dhaka University Institutional Repository

"রুম ঝুম ঝুম ঝুম রুম ঝুম ঝুম
খেজুর পাতায় নূপুর বাজায়"

উপরোক্ত গানগুলিতে জীপসী সুরের প্রভাবও রয়েছে।

হাসির গানে ঃ হাসির গানের সংখ্যা একশতর উপরে। তাঁর গানের বাণী এবং সুরের ভঙ্গিমায় হাসির গানগুলো সত্যি সত্যি হাস্যময় হয়ে উঠেছে।

তার নিজস্ব সুরের হাসির গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি গান -

"আজকা হইবো মোর বিয়া
কালকা আইমু বউ লইয়া
থাইগবা তোমরা ফ্যাল ফ্যালাইয়া
বুঝল্যা গোপ্‌লা মুকুন্দ্যা" ।

নজরুলের ছোটদের গান ঃ নজরুলের ছোটদের গানের সংখ্য তেমন বিশেষ নেই। উল্লেখযোগ্য দুই একটি গান যেমন -

"হুলোরে তুই রাত-বিরেতে
ঢুকিসনে হেসেল।

আবার,

"প্রজাপতি প্রজাপতি
কোথায় পেলে ভাই
এমন রঙিন পাখা"

কিন্তু গানগুলো তার নিজের সুর নয়।

নজরুলের লেটো গান ঃ এ কথা অনসীকার্য যে, নজরুলের সংগীত জীবনের শুরু কিন্তু লেটো গান দিয়েই। কবির বয়স তখন মাত্র ১২ বছর। শুধু গান নয় তিনি লেটো নাচের সংগেও যুক্ত ছিলেন। এ বয়সে তিনি সংস্কৃত ও হিন্দু পৌরাণিক ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞাত হন এবং হিন্দু সংস্কৃতি ও পুরাণের বিভিন্ন ঘটনাবলি নিয়ে ছোট ছোট নাটিকা ও পালা রচনা করতে শুরু করেছিলেন। তিনি লেটো দলের ফর্মায়েশ মত তিনি বিবিধ প্রহসনমূলক পালাগান লিখে দিতেন। লেটো গানের

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিযোগীতায় জয়-পরাজয় নির্ধারনের জন্য কখনও কখনও সপ্তাহব্যাপি চলত। তার একটি লেটো গানের নমুনা -

"পাল্লা সাথে লেটোর ল্যাঠা লাগলো
ছড়াদার ও দোঁহাররা সব ভাগলো
ওদের ছন্দ সুরের মিল নাইকো গানেতে
ওঁ মিঞার জ্ঞান নাইকো তানেতে
ওদের মাটির সাথে "আকড়া" মিশাল ধানেতে
ষাঁড়ের সাথে গাঁধা বাঁধা থামেতে
দেখে ইহা ভদ্রলোক রাগল"

হিন্দী গান

তাঁর রচিত হিন্দীগানের সংখ্যা প্রচুর তবে হিন্দী ভজনের সংখ্যাই বেশী। প্রচলিত হিন্দী ভজনের ঢংটি তিনি তাঁর হিন্দীগানে বজিয়ে রেখেছেন। তালের ব্যপারেও তাই, গানের বানী ও সুরের উপর ভিত্তি করে তাল নির্বাচন করেছেন যা ঐতিহ্যকে ক্ষুন্ন করেনি। তাঁর উল্লেখযোগ্য হিন্দী গান -

"প্রেম কাটারি ল্যগ গ্যাই তোরে"
" প্রেম নগরকা ঠিকানা করলে"
"খেলত বায়ু ফুলবনে
শ্রী কৃষ্ণ মুরারী গদা পদ্মধারী"

তাঁর সুরে "প্রেম নগরকা ঠিকানা করলে" গানটির স্বরলিপি দেখলে উপলব্ধি করা যায় যে তাঁর হিন্দী গানগুলি কতখানি ঐতিহ্য রক্ষা করে রচনা করা হয়েছে।নিম্নে এই গানের স্বরলিপি,যেমন-

।। {পা -া া ক্ষ । পা - ধা ^{ধ}পাঃ -ক্ষঃ। পা ^{প}না -া ধা । না -র্রা র্সা -া ।
প্রে ০ ম্ ন গ র কা ০ ঠি কা ০ না ক র লে ০
। ^{স}না -া -া ^{ন}র্সা । ^{স}না -ধা পা পা । ^{প}ধাঃ -পঃ -ধা -না ।ধপা -া -া -া । }
প্রে ০ ম্ ন গ র কা ঠি কা ০ ০ ০ না০ ০ ০ ০

এই অংশে দেখা যায় সুরের আবেশের মধ্যে একটি প্রচলিত ঐতিহ্য রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

নজরুলের নিজস্ব সুরকরা গানগুলি যা আমার পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তা নিম্নে প্রদান করা হলো। তবে তার সংখ্যা আরও বেশি বলে আমার বিশ্বাস, সে বিষয় আরও গবেষণা করা প্রয়োজন এবং তা করার চেষ্টা করছি।

১৯২১ সন

১। আমি কলহের তরে কলহ করেছি

১৯৩০ সন

১। আমি কি সুখে লো গৃহে রব

২। করুণ কেন অরুণ আঁখি

১৯৩১ সন

১। এই শিকল পরা ছল

১৯৩২ সন

১। ইসলামের ঐ সওদা লয়ে

২। কত আর এ মন্দির দ্বার

৩। কে নিবি ফুল কে নিবি ফুল

৪। ঝরা ফুল দলে কে অতিথি

৫। তোমার সৃষ্টি মাঝে হরি

৬। পথে পথে কে বাজিয়ে

১৯৩৩ সন

১। আসে বসন্ত ফুল বনে

২। সৈয়দে মক্কা-মদীনা

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৪ সন

১। আমি ময়নামতি শাড়ী দেবো

২। আদায় আর কাঁচকলায় মিলন

৩। একুল ভাঙ্গা নদীরে

৪। ওহো আজকে হইবো মোর বিয়া

৫। কে দিল খোঁপাতে ধুতরা ফুলগো

৬। কে পরালো মুন্ড মালা

৭। দয়া করে দয়াময়ী

৮। দে দোল দে দোল

৯। নতুন নেশার আমার এমদ

১০। নাচে নাচেরে মোর কাল মেয়ে

১১। নিশি রাতে রিম ঝিম ঝিম

১২। বনে যায় আনন্দ

১৩। বলো বঁধুয়ারে নিরজনে

১৪। বাঁশি বাজারে কবে

১৫। মৌন আরতি তব বাজে

১৬। শুক বলে মোর গোফের রূপ

১৭। হে পার্থ সারথী

১৯৩৫ সন

১। এসো মা দশ ভূজা

২। এস বঁধু ফিরে এসো

৩। কার মঞ্জির রিনি ঝিনি বাজে

৪। ঝরে বারি গগনে ঝুরুঝুরু

৫। দিন গুলি মোর পদ্মেরই দল

Dhaka University Institutional Repository

৬। নিশি দিন তব ডাক শুনিয়াছি

৭। পথিক বন্ধু এসো

৮। বন ফুলের করুণ সুবাস ঝুরে

৯। ভুবনময়ী ভবনে এসো

১০। মহাকাশের কোলে এসে

১১। মেঘ মেদুর গগনে কাঁদে

১২। মোর শ্রীকৃষ্ণ ধরম শ্রীকৃষ্ণ নরম

১৩। শোনালো শ্রাবনে শ্যাম

১৪। সন্ধ্যা হল ওঠো রাখাল

১৫। ভক্তি ভরে পড়বে তোরা কলমা শাহাদত

১৯৩৬ সন

১। আমায় যারা দেয় মা ব্যথা

২। আমি প্রভাতী পূর্বাচলে

৩। উতল হলো শান্ত আকাশ

৪। কদম কেশর পড়ল ঝরি

৫। কলির রাই কিশোরী

৬। কোথায় গেলি মাগো আমার

৭। কাঁদব না আর শচীন দুলাল

৮। চঞ্চল শ্যামল এলো

৯। চীন আরব হিন্দুস্থান

১০। জগতের নাথ তুমি, তুমি প্রভু প্রেমময়

১১। ঝুলন ঝুলায়ে ঝাউ ঝাক ঝোরে

১২। ঝুলে কদম ডারকে

১৩। টলমল টলমল চলে সরসী

Dhaka University Institutional Repository

১৪। ডাকতে তোমায় পারে যদি

১৫। তৃষিত আকাশ কাপেরে

১৬। থাক এ গৃহ ঘিরিয়া

১৭। দাসী হতে চাই না আমি

১৮। নীল যমুনার সলিল কান্ত

১৯। পরি জাফরানী ঘাঘরী

২০। পাঁচ মিশালী শালীর পাল

২১। ফিরে আয় ঘরে ফিরে আয়

২২। বন তমালের শ্যামল ডালে দোলে

২৩। বনফুলের তুমি মঞ্জুরী

২৪। বাজে মৃদঙ্গ বরষার ঐ

২৫। বেদনার সিন্ধু মন্থন শেষ

২৬। বেল ফুল এনে দাও

২৭। ব্যথিত বুকে দানো শান্তি

২৮। মম মায়া ময় স্বপনে

২৯। মালা যদি মোর ধূলায় মলিন

৩০। ম্লান আলোকে ফুটলি কেন

৩১। মোর বেদনার কারাগারে

৩২। রাধা শ্যাম কিশোর প্রিয়তম কৃষ্ণগোপাল

৩৩। রেশমী রুমালে কবরী বাঁধি

৩৪। শ্রাবণ রাতে আঁধারে নিরালা

৩৫। শ্রীকৃষ্ণ নাম ধরে জপমালা

৩৬। সজল হাওয়া কেঁদে বেড়ায়

৩৭। হায়হায় উঠিছে মাতম

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৭ সন

১। ভোর হল ওঠ জাগ মুসাফির

২। মম বন ভবনে ঝুলন দোলনা

৩। মালতী মঞ্জুরী ফুটিবে যবে

৪। মুক্তি নিয়ে কি হবে মা

৫। মোর শ্যাম সুন্দর এস

৬। যে পাষানে হানি

৭। রাঙা মাটির পথে লো

৮। রাধা তুলসী প্রেম পিয়াসী

৯। শ্রান্ত বাঁশরী সকরুণ

১০। শ্রীকৃষ্ণ রূপের কর ধ্যান

১১। শ্মশানে জাগিছে শ্যামা মা

১২। সাপুড়িয়া রে বাজাও বাজাও

১৩। সুবল সখা এই দেখো

১৪। হারিয়ে গেছে ব্রজের কানাই

১৫। ঐ চঞ্চল লীলায়িত দেহা

১৬। আমার শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে

১৭। আর্শিতে তোর নিজের রূপই

১৮। ও কি ঈদের চাঁদ গো

১৯। ও গো অন্তর্যামী

২০। ও গো চৈতী রাতের চাঁদ যেয়োনা

২১। ও মা নির্গুনের প্রসাদ দিতে

২২। খুলেছে আজ রঙ্গের দোকান

২৩। খেলত বায়ু ফুলবনে

Dhaka University Institutional Repository

২৪। গুণ্ঠন খোল পারুল মঞ্জুরী

২৫। চক্র সুদর্শন ছোড়কে মোহন

২৬। জানি পাবো না তোমায়

২৭। তুমি প্রেমকে ঘন শ্যাম

২৮। তুমি আমায় যবে জাগাও

২৯। তুমি কি নিশিথি চাঁদ

৩০। তেপান্তরের মাঠে বধু হে

৩১। দিও বর হে স্বামী

৩২। দোলে বন তমালের ঝুলনাতে

৩৩। নাকে নথ দুলায়ে চলে

৩৪। নিশি ভোরে অশান্ত ধারায়

৩৫। নুরের দারিয়ায়

৩৬। প্রেম অনুরাগে শ্রীমুখ উজ্জ্বল

৩৭। প্রেম কাটারী লাগ্যায়ি ভোরী

৩৮। ফুলবীথি এলে অতিথি

৩৯। বাঁকা শ্যামল এল

৪০। বাপরে বাপ কি পোলার পাল

৪১। বেদিয়া বেদেনী ছুটে আয়

৪২। বৈকালী সুরে গাও চৈতালী গান

৪৩। খেলে চঞ্চলা বরষা বালিকা

১৯৩৮ সন

১। ও বন্ধু দেখলে তোমায়

২। বল মা শ্যামা বল

৩। মালা গাথা শেষ না হতে

Dhaka University Institutional Repository

৪। মুখে তোমার মধুর হাসি

৫। মেরে তান্‌কে তুম অধিকার

৬। মোরে পূজারী কর

৭। যখন আমার কুসুম ঝরার বেলা

৮। যবে তুলসী তলায় প্রিয় সন্ধ্যা বেলায়

৯। শক্তের তুই ভক্ত শ্যামা

১০। শ্রীকৃষ্ণ মুরারী গদা পদ্ম ধারী

১১। সংসারেরই সোনার শিকল

১২। সাজের আচলে রহিল হে

১৩। সে দিন অভাব ঘুচবে কি মোর

১৪। সোওত জগত আব জানা

১৫। হে প্রবল দর্পহারী

১৬। হে মাধব হে মাধব

১৭। দুঃখ অভাব শোক দিয়েছ হে নাথ

১৮। আজ সকালে সূর্য ওঠা

১৯। আমার হৃদয় অধিক রাঙ্গা মাগো

২০। আয় মা চঞ্চলা মুক্ত কেশী

২১। একোন মায়ায় ফেলিলে আমায়

২২। ও বাঁশের বাশিরে

২৩। ও মা একলা ঘরে ডাকব না

২৪। ওমা খড়গ নিয়ে মাতিস রনে

২৫। ওমা ত্রিনয়নী সেই চোখ দে

২৬। ওরে ও মদীনা বলতে পারিস

২৭। ওরে ভবের তাঁতী

Dhaka University Institutional Repository

২৮। কালো জল ঢালিতে

২৯। কৃষ্ণা নিশিথ নাচে

৩০। খেলে নন্দের আঙ্গিনায়

৩১। জপে ত্রিভুবন শ্রী কৃষ্ণকে নাম

৩২। জয় নারায়ণ অনন্ত রূপ ধারী

৩৩। জয়তু শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ মুরারী

৩৪। তুম হো মেরে মনকে মোহন

৩৫। তুমি কি আসিবে না

৩৬। তুমি বিরাজ কোঁথা হে

৩৭। দূর আরবের স্বপন দেখি

৩৮। দেখোরি মেরো গোপাল

৩৯। নন্দলোক হতে আনন্দলোক

৪০। নাচে গৌরী দিবা হিমগিরি

৪১। নাচে যশোদাকে আঙ্গনামে

৪২। নিশির নিশুতি যেন

৪৩। প্রথম প্রদীপ জ্বালো (বেতারে এই সালে মৃনাল কান্তি ঘোষ এ গানটি করেন)

৪৪। প্রেম নগর কার ঠিকানা করলে

১৯৩৯ সন

১। ওরে মথুরা বাসী মোরে বল

২। ওরে রাখাল ছেলে বল

৩। কার অনুরাগে শ্রীমুখ

৪। কাল পাহাড় আলো করে

৫। কেথায় গেলে পেঁচা মুখী

৬। তুমি যদি রাধা হ'তে শ্যাম

Dhaka University Institutional Repository

২৮। কালো জল ঢালিতে

২৯। কৃষ্ণা নিশিথ নাচে

৩০। খেলে নন্দের আঙ্গিনায়

৩১। জপে ত্রিভুবন শ্রী কৃষ্ণকে নাম

৩২। জয় নারায়ণ অনন্ত রূপ ধারী

৩৩। জয়তু শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ মুরারী

৩৪। তুম হো মেরে মনকে মোহন

৩৫। তুমি কি আসিবে না

৩৬। তুমি বিরাজ কোঁথা হে

৩৭। দূর আরবের স্বপন দেখি

৩৮। দেখোরি মেরো গোপাল

৩৯। নন্দলোক হতে আনন্দলোক

৪০। নাচে গৌরী দিবা হিমগিরি

৪১। নাচে যশোদাকে আঙ্গনামে

৪২। নিশির নিশুতি যেন

৪৩। প্রথম প্রদীপ জ্বালো (বেতারে এই সালে মৃনাল কান্তি ঘোষ এ গানটি করেন)

৪৪। প্রেম নগর কার ঠিকানা করলে

১৯৩৯ সন

১। ওরে মথুরা বাসী মোরে বল

২। ওরে রাখাল ছেলে বল

৩। কার অনুরাগে শ্রীমুখ

৪। কাল পাহাড় আলো করে

৫। কেথায় গেলে পেঁচা মুখী

৬। তুমি যদি রাধা হ'তে শ্যাম

Dhaka University Institutional Repository

৭। দীন দরিদ্র কাঙালের তরে

৮। নন্দ দুলাল নাচে নাচে রে

৯। নেশার ঘোর লেগেছে

১০। পরমাত্ম নহ তুমি

১১। পাঠাও বেহেস্ত হ'তে

১২। বন মালার ফুল যোগালী

১৩। বৈচি মালা রইল গাথা

১৪। ব্রজে আবার আসিবে ফিরে

১৫। ব্রজে গোপাল নাচে নাচে রে

১৬। মেঘ বিহীন খর বৈশাখ (০৫/১২/১৯৩৯ তারিখে বেতারে গাওয়া হয়)

১৭। যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পার নাই

১৮। সখি নাম ধরে কে ডাকে দুয়ারে

১৯। সতীহারা উদাসী ভৈরব কাঁদে

১৯৪০ সন

১। আল্লাহজী গো আমি বুঝি না

২। আয় মা ডাকাত কালী

৩। এ কুল ভাঙ্গে ও কুল গড়ে

৪। এস প্রিয় আর কাছে

৫। কত নিদ্রা যাওরে কন্যা

৬। কেহ বলে তুমি রূপসুন্দর

৭। খোদার রহম চাহ যদি নবীজীকে ধরো

৮। গভীর আরতী নৃত্যের ছন্দে

৯। গাঙ্গে জোয়ার এল ফিরে

১০। গাছের তলায় ছায়া আছে

Dhaka University Institutional Repository

১১। গুন গুনিয়ে ভ্রমর এলো

১২। গুঞ্জা মালা গলে কুঞ্জে

১৩। চপল আখির ভাষায়

১৪। ছি ছি কিশোর হরি

১৫। জয়তু শ্রীরাম কৃষ্ণ নমোনমো

১৬। তব বাঁশরী কি হরি শুনিতে

১৭। তিয়াসের জল লইয়া আসার আশায়

১৮। তুমি অনেক দিলে খোদা

১৯। তুমি আশা পুরাও খোদা

২০। তুমি কেন এলে পথে

২১। তুমি পীরিতি কি কর হে শ্যাম

২২। তোমা বিনা মাধব

২৩। থির হ' য়ে তুই বস দেখি মা

২৪। দিনগুলি মোর মায়ায় ভুলে

২৫। দুঃখের সাহারা পার হ' য়ে

২৬। দোলন চাঁপা বনে দোলে

২৭। নাই হ' লো মা বসন ভূষন

২৮। নিয়ে স্বন্ডামার্কা গিন্নী

২৯। পায়েলা রোলে রিনিঝিনি

৩০। পুবাল হাওয়া পশ্চিমে যাও

৩১। বঁধু তোমার আমার এই যে বিরহ

৩২। বনের হরিণ আয় রে

৩৩। বন্ধু আজো মনে রে পড়ে

৩৪। বল দেখি মা নন্দরাণী

Dhaka University Institutional Repository

৩৫। ভবনে আসিল অতিথি

৩৬। ভারত লক্ষ্মী আয় মা ফিরে দুঃখের

৩৭। ভিখারিনী করে পাঠালে মোরে

৩৮। মসজিদেরই পাশে আমার

৩৯। মাঠে আমার ফলল ফসল

৪০। মোর দুখ নিশি কবে হবে ভোর

৪১। যে পেয়েছে আল্লার নাম

৪২। রহি রহি কেন সেই মুখ পড়ে মনে

৪৩। রাঙা জবা বায়না ধরে

৪৪। রোজ হাসরে আল্লাহ্ আমার

৪৫। শ্যাম হারায়েছি বলে

৪৬। সই পলাশ বনে রং ছড়াল কে

৪৭। সন্ধ্যা ঘনাল আমার বিজন ঘরে

৪৮। সাকী বুলবুল কেন কাঁদে

৪৯। হরি প্রভু বলে মোরা দূরে রাখি

১৯৪১ সন

১। আমি তব দ্বারে প্রেম ভিখারী

২। আল্লাতে যার পূর্ণঈমান

৩। ওরা আমার কেহ নয়

৪। কথা কও কত কথা

৫। কাবেরী নদী জলে

৬। কি নাম ধরে ডাকবো তোরে

৭। কে তোরে কি বলেছে মা

৮। কোন রস যমুনার জলে

৯। খোদার পাইয়া বিশ্ব বিজয়ী

১০। জয় বিগলিত করুণ রূপিনী

১১। ঝাঁপিয়া অঞ্চলে কেন

১২। তুমি শুনিতে চেয়োনা

১৩। নতুন পাতার নুপুর বাজে

১৪। নুরজাহান নুরজাহান

১৫। ফিরে এসো ফিরে এসো প্রিয়তম

১৬। ফিরে নাহি এলে প্রিয়

১৭। ফুল কিশোরী জাগোজাগো

১৮। বল সই বসে কেন একা

১৯। বাঁশী কে বাজায় বনে

২০। ভারত শ্মশান হ'ল মা

২১। মমতাজ মমতাজ

২২। মোর প্রথম মনের মুকুর

২৩। যে আল্লার কথা শোনে

২৪। রুম ঝুম ঝুম বাদল নুপুর

২৫। রুম ঝুম ঝুম ঝুম রুম ঝুম ঝুম

২৬। শুক সারী সম তনুমন

২৭। শ্যামা বলে ডেকেছিলাম

২৮। হাতে হাত দিয়ে আগে চল

১৯৪২ সন

১। আমার কথা লুকিয়ে থাকে

২। আমি গগনে গহনে সন্ধ্যা তারা

৩। আমি চিরতরে দূরে চলে যাব

Dhaka University Institutional Repository

৪। এলো ঐ রনরঙ্গিনী শ্রীচণ্ডী

৫। ওগো বৈশাখী ঝড়

৬। ওরে ডেকে দেলো মহুয়া বনে

৭। ঘর ছাড়া ছেলে

৮। চিকন কালো বেদের কুমার

৯। চৌরঙ্গী চৌরঙ্গী

১০। জহরত পান্না হীরার বৃষ্টি

১১। ঝুমুর নাচে ডুমুর গাছে

১২। তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি

১৩। নিশি নিঝুম ঘুম নাহি আসে

১৪। নতুন করে গড়বো ঠাকুর

১৫। প্রিয়তম হে বিদায়

১৬। প্রেম আর ফুলের জাতি

১৭। বাধিয়া দুই জনে ভূজ বন্ধনে

১৮। বৃন্দাবনী কুঙ্কম ফাগে

১৯। মানবতাহীন ভারত শ্মশানে

২০। যাই গো চলে যাই

২১। যাও মেঘ দূত দিও প্রিয়ার হাতে

২২। সখি তখন আমার বালিকা বয়স

২৩। সজ্ঘ শরণ তীর্থ যাত্রা

১৯৪৩ সন

১। আমি মা বলে যত ডেকেছি

অন্যান্য সালের

ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক হো-(১৯৪৪)

Dhaka University Institutional Repository

ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি- (১৯৪৪)

সন্ধ্যা গোধুলী লগনে - (১৯৪৪)

সন্ধ্যা যবে ফুল বন সুরে(১৯৪৫)

বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ- (১৯৪৭)

মেঘবিহীন খর বৈশাখে (১৯৪৭)

বেদনার পারাবার করে হাহাকার (১৩৪৬)

ভাই হয়ে ভাই চিনবি আবার (১৯৪৮)

ভারত আজিও ভোলে নি (১৯৪৯)

আমি সুন্দর নহে জানি - (১৯৫০)

মৃত্যু নাই মৃত্যু নাই (আশা ভৈরবী)

রুম ঝুম ঝুম ঝুমকে বাজায় (রাগ নির্ঝরিনী)

শোন ও সন্ধ্যামালতী (সন্ধ্যামালতী রাগ)

শ্মশান কালীর নাম শোনেরে (১৩৪১)

হাসে আকাশে (অরুন রঞ্জনী)

আমি চাই পৃথিবীর ফুল (?)

দুহাতে ফুল ছড়ায়ে (?)

জাগো অরুণ ভৈরব (?)

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় পর্যালোচনা

প্রথম অধ্যায়ে কাজী নজরুল ইসলামের স্বদেশী গান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই স্বদেশী গানগুলো বিভিন্ন শ্রেনীতে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথমত উদ্দীপনামূলক গান রচনা করেন, পরবর্তীকালে শ্রেনীসচেতনামূলক গণসংগীতের দিকে উদ্বুদ্ধ হন, এ বিষয়ে কিছু আলোচনা আছে, তারপর তাঁর নিজের সুরকরা কিছু গানের সুরের কাঠামো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে নজরুল ইসলামের রাগাশ্রয়ী গান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অতি স্বল্প সময়ে রাগসঙ্গীতের সমস্ত শাখা-প্রশাখাকে আত্তস্থ করে তাকে নব নব রূপে বাংলা গানের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন - খেয়াল, ঠুমরী, ধ্রুপদ, টপ্পা ও গজল। নজরুলের নিজস্ব সৃষ্টরাগ, লুপ্ত, অবলুপ্ত রাগ, (নবরাগ), নজরুলের সংস্কৃত ছন্দের তাল, নজরুলের মা 'আরিফুন্নাগমাত এর সম্পর্কে আলোচনা।

তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে নজরুলের প্রেমপ্রকৃতির গান সম্পর্কে আলোচনা। তাঁর গানের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য যা উল্লেখ করা হয়েছে তাতে। তার নিজের সুর করা প্রেমসঙ্গীত এর উল্লেখযোগ্য কিছু গানের তালিকা। দুই একটি গানের স্বরলিপিসহ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে কাজী নজরুল ইসলামের ধর্মীয়গান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মীয় সঙ্গীতে বিভিন্ন আঙ্গিকের যেমন - আল্লাহ্, নবী বা রাসূল (যা হাম্‌দ ও নাত নামে পরিবেশিত হয়), নামাজ রোজা, হজ্ব, জাকাত, মক্কা-মদীনা, আরব, মার্সিয়া ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা। আবার হিন্দু ধর্মীয় সংঙ্গীতে বিভিন্ন আঙ্গিকের যেমন - শ্যামা, ভজন, কির্তন, আগমনী, ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং দুই একখানা তাঁর নিজের সুরকরা গান সম্পর্কে বিশ্লেষণ।

পঞ্চম অধ্যায়ে নজরুলের পল্লীগীতি সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হয়েছে যেমন পল্লী সঙ্গীতের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগীকরন। দুই একটি গানের গীত উৎসও দেওয়া হয়েছে তাতে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে স্বদেশী ও বিদেশী গানের সংমিশ্রন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সুরের অন্বেষণ তাকে কিউবার সুরেও গান করতে বাধ্য করেছে। তাছাড়া গ্রাম বাংলার হাটে, ঘাটে, মাঠের সুরতো বটেই। কৈশোরের লেটোর গানের কিছু বর্ণনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়ে কবি নজরুলের নিজের সুরকরা গানের তালিকা দেওয়া হয়েছে; অনুসন্ধান করলে তার নিজের সুরকরা গানের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা আছে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন এ কথা নতুন করে বলার আর কিছু নেই। তাঁর দেশাত্মকবোধক গানের দিকে আলোকপাত করলে দেখা যায় তাঁর দেশপ্রেমের গভীরতা। মানবসমাজের প্রতিটি শ্রেণীবিন্যাস তাঁর উপলব্দিতে স্থান পেয়েছে। প্রতিটি শ্রেণীর মানুষের মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছেন তার সৃষ্টির মধ্য দিয়ে । শুধু তাই নয়, প্রতিবাদ করেছেন গানের মাধ্যমে, কাব্যের মাধ্যমে। সঙ্গীতকে তিনি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন এবং সে কারণে তাঁকে জেলও খাটতে হয়েছিল যেমনঃ "এই শিকল পরা ছল", "কারার ঐ লৌহকপাট" যা বাংলা সাহিত্যে সত্যি বিরল। গানের বাণী দিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন অত্যাচারীদের, অসচেতন মানুষদের ।

নজরুল ছিলেন এক অসাধারণ প্রতিভার এক বিশাল আধার। বাংলা সঙ্গীতের এমন কোন দিক ছিলনা যে দিকে তিনি আলোকপাত করেননি। হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে কতভাবে বাংলা সঙ্গীতে প্রয়োগ করা যায় সে বিষয়ে সোচ্চার ছিলেন তিনি। তাই বহু রাগ-রাগিনীর মিশ্রণে বিভিন্ন ধরনের গান রচনা করেন। তিনি লুপ্ত-অর্ধলুপ্ত রাগ-রাগিনী উদ্ধার করে বাংলা সঙ্গীতে ব্যবহার করেন এমন কি দক্ষিণ ভারতীয় রাগ-রাগিনীর ব্যবহারে বাংলা সঙ্গীতকে ঐশ্বর্য্যমন্ডিত করে তোলেন।

তার সৃষ্টির একটি বড় আবিষ্কার 'বাংলা গজল'। তিনি ছিলেন সার্থক গজল সৃষ্টিকর্তা । যেমনঃ

"কে বিদেশী বন-উদাসী"

"বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল"

বাংলা গানকে কিভাবে সাজালে, কেমন সুর ব্যবহার করলে একে সর্বস্তরের মানুষের কাছে প্রিয় করে তোলা যাবে সে জন্যে রচনা করেছেন আধুনিক গান যাকে তিনি কখনো মডার্ন নামেও আখ্যায়িত করেছেন।

ধর্মীয়সঙ্গীত তাঁর এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। তিনি মুসলমান হয়েও হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রচুর গান রচনা করেছেন ।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর রচিত হিন্দীগান, হাসিরগান, ছোটদের গান, লেটোদলের গান, পল্লীসুরের গানের ভান্ডার ছিল অত্যন্ত পরিপূষ্ট। তার আরেকটি বড় পরিচয় তিনি একাধারে গীতিকার এবং সুরকার। তার নিজের সুরকরা গানের সংখ্যা তিনশত-র উপরে । গবেষণা করলে আরও বেশী হবে বলে বিশ্বাস। তাঁর নিজের সুরের গানগুলোর একটি তালিকা প্রদান করা হয়েছে।

পর্যালোচনা করে দেখা যায় তাঁর গানের মূল বৈশিষ্ট্য, গানের সুরকে রাগভিত্তিক করা। রাগসঙ্গীতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল সবচেয়ে বেশী। শুধু একক রাগাশ্রয়ী গানের পরিবর্তে বিভিন্ন রাগরাগিনীর মিশ্রণের মাধ্যমে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করতেন সবসময় । তাই নজরুলসঙ্গীত শ্রবণে কখনো একঘেয়েমী লাগে না । প্রকৃতি যেমন প্রতি ঋতুতে তার রূপ পাল্টায়। নজরুলের এককে আঙ্গিকের গান একেকটি ঋতুর মতো মানুষের মনে প্রভাব ফেলে, মানুষকে কাঁদায়, হাসায়, আবার জাগায়।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থ

নজরুল গীতি প্রসঙ্গে- করুণাময় গোস্বামী- বাংলা একাডেমি

নজরুল রচনাবলী- আব্দুল কাদির সম্পাদিত- বাংলা একাডেমি

নজরুল গীতি প্রসঙ্গে- রফিকুল ইসলাম- নজরুল ইন্স্টিটিউট

নজরুল সঙ্গীতের সুর- ইদ্‌রিস আলী- নজরুল ইন্স্টিটিউট

সুধিজনের দৃষ্টিতে নজরুল সঙ্গীত- আসাদুল হক- নজরুল ইন্স্টিটিউট

সাহিত্য পত্রিকা- বর্ষ- ৩৭, সম্পাদনা রফিকুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নজরুল সঙ্গীত স্বরলিপি- নজরুল ইন্স্টিটিউট (প্রথম হইতে উনবিংশ খন্ড)

আদি রেকর্ড- ভিত্তিক নজরুল সঙ্গীতের নির্বাচিত বানী সংকলন সম্পাদন- মুহম্মদ নূরুল হুদা,সুধীন দাশ, রশিদুন্ নবী। নজরুল ইন্স্টিটিউট।

নজরুল গীতি অখন্ড- আব্দুল আজীজ আল্ আমান, হরফ প্রকাশনী- কলকাতা

নজরুল সঙ্গীত অভিধান- আব্দস্ সাত্তার- নজরুল ইন্স্টিটিউট

ইসলামী ঐতিহ্যে নজরুল সঙ্গীত- আসাদুল হক- নজরুল ইন্স্টিটিউট

নজরুল ও মা আরিফুন্নাগমাত- বাবু রহমান- নজরুল ইন্স্টিটিউট

কাজী নজরুলের গান- নারায়ণ চৌধুরী এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রা ঃ লি ঃ

নজরুল সঙ্গীত কোষ- ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, বানী প্রকাশনী- কলকাতা

নজরুলের রাগ ভাবনা- ব্রহ্মমোহন ঠাকুর - নজরুল ইন্স্টিটিউট

নজরুল সুর লিপি- নজরুল একাডেমী